কলিকাতা সমাচার

পুষ্কর দাশগুপ্ত

কলিকাতা সমাচার

পুষ্কর দাশগুপ্ত

পীস পাবলিশিং হাউস
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

কলিকাতা সমাচার
পুষ্কর দাশগুপ্ত রচিত পাঠ্যবস্তুর সংকলন

KALIKĀTĀ SAMĀCHĀR
Collection of texts by Pushkar Dasgupta

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

প্রচ্ছদচিত্র ঃ বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশনা ঃ সমীর দে রায়
পিলসুজ
১৬/১/১ ওলাইবিবিতলা ১ম বাই লেন
হাওড়া ৭১১১০১৪

মুদ্রণ ঃ অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙা স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

দাম ঃ আট টাকা

বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সংস্কৃতি যাঁদের প্রিয়
আমার সেই দুই ফরাসি বন্ধু
জঁ ক্লেম
ও
ফিলিপ বনোয়া-র
করকমলে

এক অমানবিক পরিবেশে—নীচতা, ভণ্ডামি, শঠতা ও প্রবঞ্চনার মধ্যে জীবনযাপনের গ্লানি আমাকে ক্রুদ্ধ করে। হয়ত এ অবস্থাকে মেনে নেওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমি তা পারিনা। এটা হয়ত আমারই দোষ। হতে পারে, কিন্তু আমি ক্রুদ্ধ হই। বর্তমান রচনাগুলিতে আমি এই ক্রোধের ভাষা খুঁজেছি। এই রচনাগুলি তাই একাধারে এক গ্লানিময় পরিবেশে আমার জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা ও ভাষা-সম্পর্কিত অনুসন্ধান।

এই রচনাগুলিকে আমি কবিতা বা অন্য কোন নামে অভিহিত করতে চাই না। যে নিরপেক্ষ নামকরণটি আমি ব্যবহার করেছি তা হল পাঠ্যবস্তু, অর্থাৎ পাঠের যোগ্য বা পাঠের জন্য ভাষার দ্বারা নির্মিত বস্তু।

সংকলিত রচনাগুলির মধ্যে 'কলিকাতা সমাচার' ১৯৭৫ সালে রচিত। বাকিগুলির রচনাকাল ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫। কিছু কিছু রচনা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কোন রচনাই চূড়ান্তভাবে লেখা হয় না, তাই প্রকাশিত রচনা-গুলিরও কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

সূচী

কলিকাতা সমাচার ৯
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ১৯
তার—যা আমার বা তোমারও—জীবনকাহিনী ২১
মিষ্টার কে প্রসঙ্গে ২২
দিব্য ভ্রমণ ২৪
বাসে ঝুলতে ঝুলতে ৩০
তার, তোমার বা আমার একটি দিন বা দিনগুলি ৩৩
সাহিত্যজগৎ ৩৪
কর্মসূচি ৩৬
পাঁঠা ৩৭
পুষ্কর দাশগুপ্তকে ৩৯
ও আমার দেশের মাটি ৪১
মন্ত্রীর বাণী ৪২
গ বাবুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ৪৭
তিনি / তারা ৫০
তোমাদের বলছি ৫২

শিরে হস্ত দিয়া "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" (সর্ব্বত্র দক্ষিণ হস্ত দিতে হইবে) মুখে "ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ" হৃদি "ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ" গুহ্যে "ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যোবীজেভ্যোনমঃ" পাদয়োঃ "ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যোনমঃ", পরে "অং, কং, খং, গং, ঘং, ঙং, আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" "ইং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, ঈং, তর্জনীভ্যাং স্বাহা" "উং, টং, ঠং, ডং, ঢং, ণং, ঊং, মধ্যমাভ্যাং বষট্" "এং, তং, থং, দং, ধং, নং, ঐং, অনামিকাভ্যাং হুং" "ওং, পং, ফং, বং, ভং, মং, ঔং কনিষ্ঠ্যাভ্যাং বৌষট্" "অং, যং, রং, লং, ষং, সং, হং, লং, ক্ষং, অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্" এই বলিয়া করন্যাস করিবে

বড় সাহেব বিলাত হইতে আসিয়া কলিকাতা মোকামে পঁহুছিলেন নেপো মারে দইয়ের মত এতে বিলক্ষণ গুড় আছে বাবু চুনোগলির আনড্রু পিড্রুসের পৌত্তুর বল্লে তাঁরা বড় খুশী ওরে পোড়ামুখ পোড়াকপাল কুক্ষণজন্মা আজব সহর কলকেতা রাঁড়ী বাড়ী জুড়ী গাড়ী মিছে কথার কি কেতা

তত্রস্থ দেবরাজ ইন্দ্রের সভাগৃহতুল্য সুসজ্জিত নিরুপম বর্ণচ্ছটাযুক্ত বিদ্যুতালোকসমুদ্ভাসিত চীন তিব্বত কাশ্মীর ইরান ইরাক তুর্ক তাতারাদি অনেকানেক দূরবর্ত্তী জনপদ হইতে সমাগত বর্ণবহুল গালিচায় আচ্ছাদিত মেঝে সুপ্রশস্ত হোটেলকক্ষে কেহ২ স্যুট বুট বো নেকটাই প্যাণ্টলুন তৎসহ শার্ট হাওয়াইশার্ট টিশার্ট পাঞ্জাবী মির্জাই ফতুয়া কিংবা নিজ২ উদ্ভাবনীক্ষমতা দ্বারা সৃজিত নামগোত্রহীন কামিজ পরিশোভিত কন্দর্পের কান্তিগর্বঅপহর মিস্টারবৃন্দ এবং উর্বশী রম্ভা তিলোত্তমা মেনকা ঘৃতাচী বিশ্বাচী অলম্বুষা সরষা মঞ্জুঘোষা সুকেশী সুপ্রিয়াদি মুনিজনের মতিভ্রমকারিনী অমরাবতীর বেশ্যা-দিগের রূপলাবণ্য তথা বসনভূষণেরে পরাস্ত করিবারে সক্ষম কামিনীশরীরের বিভিন্ন প্রদেশের বন্ধুরতার সম্যক্ প্রদর্শক বিচিত্র আকার ও বিবিধ প্রকারের শাড়ী পাৎলুন স্ল্যাকস্ মিনি ম্যাক্সি গাউন স্কার্ট গেঞ্জি জ্যাকেট কুর্ত্তা পাঞ্জাবী শার্ট টপ ইত্যাদি মহানগরীস্থ খলিপাকুলচূড়ামণিসকলের ঘর্মনিঃস্রাবকারী তথা তাহারদিগের বুদ্ধি এবং কুশলতার প্রমাণ পরিচ্ছদসমূহে অর্ধাবৃতা স্বল্পাবৃতা কি প্রায়

অনাবৃতা তৎসহ কনক রজত জহরৎ তাম্র পিত্তল শীসা দস্তা লৌহ কাষ্ঠ বেত্র অস্থি শোলা রুদ্রাক্ষ স্ফটিক শঙ্খ শামুক ঝিনুকাদিতে বিনির্মিত ভূষণাবলী দ্বারা সালঙ্করা মিসিস্ এবং মিস্ অভিধাযুক্তা বরাঙ্গনাসকল আপন২ শেভ্রলে পণ্টিয়াক জাগুয়ার অস্টিন স্টুডি-বেকার কাডিয়াক প্যোজো র‍্যনো বুইক ফিয়াট অ্যামবাসাডর ইত্যাদি স্বয়ংচালিত শকটারোহে হোটেলদ্বারস্থ দ্বারীর সেলাম গ্রহণ করতঃ একে২ ক্রমান্বয়ে প্রবিষ্ঠ হইতে থাকিলে উক্ত সুরম্য সুবৃহৎ কক্ষ হাই-শব্দারব্ধ কুশলসম্ভাষণে মুখরিত হইয়া উঠিলেক পরে পুরুষসকল ও কামিনীগণেরা উর্দিপরিধান রেকাবিতে পানপাত্রবাহীদিগের স্থান হইতে আপন আপনকার রুচি অনুযায়ী হুইস্কি জিন শ্যাম্পেন শেরী পোর্ট মার্তিনি মোজেল ফরাসিসক্ল্যারেট বার্গাণ্ডি আদি অদিতিনন্দন-দিগের সেব্য সোমরস অপেক্ষাও বুঝিবা উৎকৃষ্ট বিচিত্র আস্বাদ বহুতর বর্ণ ও বিবিধ আঘ্রাণযুক্ত অলোকসামান্য পানীয়পূর্ণ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুরাত্মা দুর্যোধনের ভ্রমোৎপাদক স্ফটিক হইতেও বুঝিবা স্বচ্ছতর বিবিধ কারুকর্ম চিত্রসকলে অলংকৃত পানপাত্র সাদরে গ্রহণ করতঃ অনন্তর তাহাদিগেতে ধীরে২ চুমক প্রদান করিতে২ পরিচিত অর্ধ-পরিচিতি অল্পপরিচিত স্বল্পপরিচিত অত্যল্পপরিচিতি অপরিচিত বিভিন্ন নারীপুরুষদিগের সহিত সদালাপে নিরত হইলেন ॥

জাব চারনক বটুকখানা অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিতেন, তথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল, তাহার তলায় বসিয়া মধ্যে২ আরাম করিতেন ও তামুক খাইতেন, সেই স্থানে অনেক ব্যাপারীরাও জড় হইত। ঐ গাছের ছায়াতে তাঁহার এমনি মায়া হইল যে, সেই স্থানে কুঠী করিতে স্থির করিলেন। সূতাহুটি, গোবিন্দপূর ও কলিকাতা এই তিন গ্রাম একেবারে খরিদ হইয়া আবাদ হইতে আরম্ভ হইল, পরে বাণিজ্য নিমিত্ত নানা জাতীয় লোক আসিয়া বসতি করিল ও কলিকাতা ক্রমে ক্রমে সহর হইয়া গুলজার হইতে লাগিল।

মহিলা বললেন, 'পেটে ভাত নেই, পরনের কাপড় শতচ্ছিন্ন, বাড়ির ছেলে-দের দুবেলা পেট ভরে খেতে দিতে পারি না, তার ওপর যদি তৃষ্ণা সময় একঘটি জল না পাই, তাহলে মাথা ঠিক থাকে? আপনারা ছবি তুলে কাগজে লিখে কি করবেন?'…
বস্তিতে বেশির ভাগই খাটা পায়খানা। নোংরা চারদিকে। সি এম ডি এ

কয়েকটি করে সেফটি প্রিভি করে দিয়েছে। সেগুলি বন্ধ হয়ে উপছে পড়ছে।...শুনলাম, ২ দিন আগে এখানেই জল নিয়ে মারামারি হয়েছে, বোমা পড়েছে। ৪৪ নম্বর বস্তিতে একটি টিউবওয়েলের ওপর হাজার চারেক লোক নির্ভর করেন। রাত তিনটা থেকে জলের জন্য লাইন পড়ে। এক ভদ্রলোক বললেন, তিনি রাত একটার সময় জল তুলতে যান, ওই সময়টা কল ফাঁকা থাকে। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬ এপ্রিল ১৯৭৫

প্রথমে মৎস্য ক্রীড়া তৎপরে জলের ফোয়ারা অনন্তর দোলনপ্রভৃতি দেখিতে২ রাত্রি হইল তথাচ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু ও সাহেব বিবির আনন্দ বৃদ্ধি করণ হেতুক লণ্ঠনের আলোকদ্বারা গোশালা ও অন্তঃপুরের পুষ্করিণী এবং পরিবারেরদিগের বাসস্থান প্রভৃতি দেখাইলেন অপরঞ্চ তাঁহারা গৃহে গমনোদ্যত হওন সময়ে আতর গোলাব পুষ্পের তোররা এক খুঞা ভরিয়া বিবি সাহেবের সম্মুখে রাখিলেন সাহেবেরা বাবুর সন্তোষ হেতুক তাহা গ্রহণপূর্ব্বক মহা আহলাদিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন

হোটেলের দরজার পাশে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে জিলা ছাপড়া গাঁও নওগড় থেকে ঠেলাওয়ালা চাচাতো ভাই বংশীলালের সঙ্গে রোটি রুজির ধান্ধায় কলকাত্তায় আসা ফতুয়া আর ধোতি পরা ভগলু চারদিকে বিজলিবাতির বাহার রঙবেরঙের হাওয়াই গাড়ি আর গাড়ি থেকে নামা সাহেবলোগ ও সঙ্গের তাজ্জব পোষাকপরা জানানালোগদের দেখে একদম বুরবাক বনে গেল তার মালুম হোল হাঁ কলকাত্তা বহুৎ ভারী শহর

সৃষ্টির বেদনাবিধৃত আনন্দ তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করছে, যে আনন্দ তোমার চিরপরিচিত, অথচ চিরঅপরিচিত—অপূর্ব, অনির্বচনীয়। এইতো সেই অমোঘ মুহূর্ত—কবিতার জন্মলগ্ন। হে কবি, তোমার ঐ প্রেরণাময় আশ্চর্য অনুভব হৃদ্‌স্পন্দনে, ওষ্ঠাধরের চঞ্চল আলোড়নে কবিতার বাঙ্ময় রূপান্তর লাভ করুক ঃ

সঘন চন্দ্রের
জঘন স্বপ্নের
রিক্ত উপাচার
বিকচ কঙ্কন
সিক্ত অঙ্গন
নক্ত উপহার
বিলাস চঞ্চল

তপ্ত শতদল
রক্ত উদ্ধার
স্নিগ্ধ তারকার
বিভাস শঙ্খের

তদনন্তর কক্ষে দিবালোকসম দীপ্তিসমুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা পরিবর্তন লাভ করতঃ কোমল তরল সবুজ গাঢ় সবুজ নীল ফিকে নীল বেগুনী আদি বর্ণের সমবায়ঘটিত এক অবর্ণনীয় আলোকপ্রবাহ তরঙ্গায়িত চতুর্দিকে বহিতে লাগিল পরে দেবসভায় হাহা হুহু হংস বিশ্ববায়ু সোমায়ু তুম্বুরু আদি গীতবাদিত্রকুশল দেবযোনি গন্ধর্বাদিগের তুল্য সঙ্গীতকুশলীবৃন্দ কক্ষের উপান্তভাগে অপেক্ষমান এতক্ষণে বাদ্যোদ্যম আরম্ভ করিলেক তচ্ছ্রবণে সহসা পুরুষকণ্ঠে কলরব ও নারীকণ্ঠে কাকলী লেট্‌স্‌ডানস্‌ ধ্বনি চতুস্পার্শ্বে পরিক্রমণ করতঃ বর্ণবিভূষিত চিত্র এবং কারুকর্মশোভিত দেয়ালগাত্রে প্রতিহত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিল ইতোমধ্যে আসবপ্রভাবে উদ্দীপিত পুরুষবৃন্দ ও মদালসা কামিনীসকল উৎসাহ তথা প্রমোদব্যঞ্জক কলধ্বনি সমুত্থিত করিয়া স্ব স্ব সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনান্তর কখনো পরস্পরের বাহুলগ্ন কটিলগ্ন কণ্ঠলগ্ন বক্ষলগ্ন উদরলগ্ন দেহলগ্ন কখনোবা বিচ্ছিন্ন হইয়া নানাবিধ প্রক্রিয়ায় বিচিত্র পদক্ষেপকৌশলে দেহবল্লরীর বিবিধ বিক্ষেপে তথা বিভিন্ন রসব্যঞ্জক ভঙ্গিমায় নৃত্য করিতে লাগিলেন তৎপরে সংগীতের তাল লয়ের পরিবর্তনে নৃত্যের আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক ভঙ্গীসকলের বারম্বার পরিমার্জন পরিবর্তন পরিবর্ধনে দেহবিক্ষেপের বিচিত্রতা ঘটিতে থাকিল তন্মধ্যে বারে২ ক্ষণকালের বিরতিতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী পালট করিয়া বা না করিয়া কখনো কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুরাপান সহযোগে উদ্দীপনা বৃদ্ধি করতঃ নৃত্যলীলা অব্যাহত চলিতে লাগিল তন্মধ্যে নৃত্যরতা কি নহেন এমত মিস্‌ এবং মিসিস্‌দিগের মনোলোভা দৃষ্টিপিঞ্জর সুরম্য সুপুষ্ট সুডোল স্ত্রীজনোচিত বিভিন্ন অবয়বসকল সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ স্বল্পাংশ অনেকাংশ অধিকাংশ বিশেষ প্রকটতা লাভ করিয়া পুরুষদিগের নেত্ররাজিকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল ফলতঃ কখনো২ কেহ২ মীনকেতনের কুসুমচাপের জ্যামুক্ত সম্মোহন উচাটন শোষণ তাপন স্তম্ভন ইত্যাকার পঞ্চবাণের সমন্বিত প্রভাব উপলব্ধি করিতে লাগিলেন তৎসহ অনেকানেক রমণীগণও কোন২ পুরুষের অবিরত শ্রাবণধারার সদৃশ অনর্গলপ্রবাহে নিঃস্রাবিত মধুনিষ্যন্দী বাক্যসকলের শ্রবণে কিংবা কাহারো২ পৌরুষের যথোপযুক্ত নির্দেশক অবয়বনিচয় ভাবভঙ্গ্যাদির অবলোকনে কিংবা কাহারো২ ধনগৌরব পদগৌরব বংশগৌরব প্রতিপত্তি প্রভৃতির

অবগতিতে কন্দর্পের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ হাবভাব বিলাসাদি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এদিকে নৃত্য অব্যাহত চলিতেছে মধ্যে ক্ষণকাল দুই একবার মুহূর্তের জন্য বুঝিবা নৃত্যরত নারীপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠতাসঞ্জাত সঞ্চারীভাবসকলকে ন্যূনাধিক স্বাধীনতা দিবার মানসে আলোক নিভাইয়া দিলে হর্ষের যে কলকল-নিনাদিত প্লাবন বাহিত হইল তাহা আমি বর্ণিবারে অক্ষম বস্তুতঃ নৃত্যলীলা ক্রমে২ এমত গতি উৎসাহ তথা বিলাসাদিদ্বারা সমন্বিত হইলেক যে বুঝিবা নৃত্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা দেবাদিদেব মহেশ তাঁহার কৈলাশস্থ অধিষ্ঠানে অচঞ্চল থাকিতে পারিলেন না পরন্তু অনুগত শিষ্য তণ্ডুকে তথায় অচাক্ষুষ অংশ গ্রহণ করিবারে প্রেরণ করিলেন ॥

রাজ্যের জুআচোর হপ্তকলুমে খুঁটআঁখুরে জালখোতে বব্বর্লে আড্ডা গেড়েছে হেটোরাঁড়ে চারদিক গিজগিজ কচ্চে

নয়াদিল্লী, ২৬ এপ্রিল—সারা দেশে কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম লিখেয়েছেন, এমন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে ছিল ৪১·২৩ লক্ষ এবং ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে ছিল ৩৯·০২ লক্ষ। এক বছরে দেশের শিক্ষিত বেকার ৫·৭ শতাংশ বেড়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭ এপ্রিল ১৯৭৫

অধঃপাতে যা গোল্লায় যা চুলায় যা মারতো বাঁ পাতে লাথি মার ঝাঁটা মার জুতা তাঁরা যে বাঙ্গালীর ছেলে ইটি স্বীকার করতে লজ্জিত বেওয়ারিস বাঙ্গালা ভাষাতেও অনেকে যা মনে যায় তাই কচ্চেন সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাঁজার আড্ডা রেতে মশা দিনে মাছি স্বশক্ত্যনুসারে ক্রিয়াতে ঘটাদি কার্যস্বরূপের প্রকাশাদি করে তাহাতে ঐ ঘটাদি কার্যের কারণাদি ছলনা ছেনালি ছেলেমি ছাপান ছেমো ছেচরামি

ষ্টাফ রিপোর্টার : মশা মারার তেল থেকে বেবিফুড সবেতেই ভেজাল। সারা কলকাতা জুড়ে ভেজালের কারবার।

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭ এপ্রিল ১৯৭৫

এদিকে হোটেলের মুখে ফুটপাতে যথারীতি একদঙ্গল ভিখিরি। দুর্গন্ধময় শতচ্ছিন্ন বাস, অর্ধনগ্ন হাড় জিরজিরে শরীর—সব মিলিয়ে বীভৎস একটা ঝাঁক—কানা খোঁড়া ঘেয়ো নোংরা বাচ্চা ধাড়ী ছেলে মেয়ে মাগী মদ্দ। গাড়ী থেকে নেমে ফুটপাত ডিঙিয়ে হোটেলের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর আগেই ওরা প্রায় চারদিক থেকে অভ্যাগত-দের আগলে ছেঁকে ধরছে। ইতিমধ্যে দুটি ভিখিরি মেয়েছেলের তারস্বরে বচসা জমে উঠেছে। সাহেবের কাছে আমিই তো আগে ভিক্ষে চাইল্যেম, তুই আবার চাইতি গেলিরে কেন, মাগী? সাহেব তাই নাগে গটমট করত্যে করত্যে ঢুক্যে গেল। সাহেব তোর নাঙ না ভাতার যে তার কাছে ভিখ চাইতি পারব নি। কি বললি খানকি মাগী! গু-খাগীর বিটি, খানকি আমি? খানকি তুই—তোর চোদ্দ গুষ্টি। তোর—অবশেষে হোটেলের দুই উর্দিপরা দারোয়ান আর এক কনেস্টেবল তেড়ে এসে দু-একটা লাঠির ঘা লাগাতে দঙ্গলটা কিছুটা সরে আবার এগিয়ে আসার সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

ষ্টাফ রিপোর্টার: আট পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খাদ্যের দাবিতে আগামী ১৪ মে 'ভুখা মিছিল' বের করা হবে কলকাতা এবং জেলা ও মহকুমাগুলির সদরে। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯ এপ্রিল ১৯৭৫

বাঈনাচের মজলিস চূড়োন্ত সাজানো হয়েছে, গোপাল মল্লিকের ছেলের ও রাজা বেজেন্দরের কুকুরের বিয়ের মজলিস এর কাছে কোথায় লাগে! সহরের নন্নী, মুন্না, মুন্নী, খন্নী ও টন্নী প্রভৃতি ডিগ্রী মেডেল ও সার্টিফিকেট-ওয়ালা বড় বড় বাঈজীরা ও গোলাপ, শাম, বিধু, খুতু, মণি ও চণি প্রভৃতি খেমটাওয়ালীরা, নিজ নিজ তোবড়া-তুবড়ি সঙ্গে করে আসতে লাগলেন। প্যালানাথবাবু সকলকে মা-গোঁসাইয়ের মত সমাদরে রিসিভ কচ্চেন, তাঁদেরও গরবে মাটিতে পা পড়চে না।

শব্দ আর অর্থের আশ্রয়ে থেকেও কবিতার রহস্য বাগর্থের অতীত। সন্ধানহীন, মানচিত্রহীন চিরসংগোপনে তার অধিষ্ঠান। সেই গহন থেকে উৎসারিত হয় লোকোত্তর উচ্চারণ ঃ

রকেট জাগুয়ায় রেডিও পিস্টন
ফ্রাংকো চকোলেট মস্কো ক্যান্সার
টেনিস কিসমিস দ্যগোল লিস্টন

বোয়িং কোকাকোলা সুপার ওয়েটার
রোবট হংকং এটম নিক্সন
ইয়েন কসমিক বেকেট ডেঞ্জার

লুনার লনডন লুনার লনডন

ড্যাম ন্যাশটী বেঙ্গলী কাষ্ট সব নষ্ট কোল্লে কেহ কহে কালিয়া কাবাব কেহ বলে লাল সরাব তিনি ইংরাজী লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু পাঁচ ইয়ারের সঙ্গে মিলে ইংরাজী ধরণে চলতেন গরিবের ছেলের নেশা ছুটে যেতে পেটের জ্বালায় আর মশার কামড়ে যে কি কোত্তো প্রজাপলিনী অশেষ গুণধারিণী শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর এদেশীয় মানবদিগের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রাচীন লোচ্চা বাবুরা যাঁহারা সেস্থানে ছিলেন সকলেই কহিলেন ওহে তোতা বুদ্ধিমান কিমর্থে ভাবিত বসিয়া আছ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হাওড়া জেলের মধ্যে শনিবার সকালে জেলের ওয়াডারদের গুলিতে পাঁচজন বিচারাধীন বন্দী ঘটনাস্থলেই মারা যান। আরও একজন বন্দীর মাথায় গুলি লাগে।

আনন্দবাজার পত্রিকা ৪ মে ১৯৭৫

তথায় আমোদের বিচিত্র কলকোলাহল ও গীতবাদিত্রধ্বনির মধ্যেও গুরুতর বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্যক পর্যালোচনার মানসে কেবলমাত্র আমোদআহ্লাদে কালাতিপাত করিবারে অশক্ত আপামর জনসমাজের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ তথা তাহারদিগের দুঃখদারিদ্র্যজনিত ক্লেশ লাঘব করিবার চিন্তায় বিগতনিদ্র এক মন্ত্রী এবং একান্ত সদাশয় কুলগৌরব সম্পদ্‌গৌরব বিদ্যাগৌরব প্রভৃতির কারণে নগরীস্থ অভিজাতসংঘে বিশেষ খ্যাতনামা তৎসহ মহানগরীর দ্বিপঞ্চাশৎটি

গণহিতকর প্রতিষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি মিস্টার ডাটা নামধেয় মহাপ্রাণ এবং বহুমানিতা পরমবেশা অক্ষয়যৌবনা মিসিস মেটা নাম্নী জম্বুকসঙ্ঘের বিশ্রুতকীর্তি সমাজসেবিকা উপর্যুক্ত কক্ষের মৃদু আলোকিত উপান্তে বিরলে ফেননিভ ডানপিলোবিনির্মিত আসনে ঘনিষ্ঠভাবে উপবেশন করতঃ স্বদেশীয়দিগের কারণে যার পর নাই চিন্তান্বিত ইতোমধ্যে সপ্তমপাত্র স্কটল্যাণ্ডাগত হুইস্কি নামক পানীয় পান করিয়াও অতৃপ্ততৃষ্ণ তথাপি অনন্যমনা হইয়া দারিদ্র্যনিপীড়িত স্বদেশবাসিদিগের সমুন্নতির উপায় উপকরণ প্রতিবন্ধক সম্ভাবনা কর্তব্য অগ্রগতি অধোগতি পরিকল্পনা পর্যালোচনা সমালোচনা আত্মসমীক্ষা পথনির্ধারণাদি সম্পর্কে সম্যক বিচারে নিমগ্ন হইলেন তথায় তাঁহারদিগের ইত্যাকার গঠনমূলক পর্যালোচনা চলাকালীন ভূতপূর্ব সাম্যবাদী বিপ্লববিশ্বাসী তথা বিশেষজ্ঞ মহানগরীর বুদ্ধিজীবি আখ্যাত বিদ্দজ্জনমণ্ডলীতে খ্যাতনামা মিস্টার সিরকার বারম্বার আপনকার তাম্রকূটপূর্ণ পাইপ হইতে ধূম্রপান তথা ধূম্রজাল উদ্‌গীরণ করিতেং তত্র সমাগত হইয়া আলোচ্য বিষয়সমূহের রূপ স্বরূপ সমস্যা জটিলতা বিবর্তন বিশ্লেষণ পরিসংখ্যান কার্যকারণ সমাধানাদি সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতদিগের মতবাদ সবিস্তারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারসহ পরিজ্ঞাত করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করিলেন ॥

শ্রাদ্ধঘাটের লাগোয়া পুলের তলায় পুলিসের একখানি কালো ভ্যান এসে দাঁড়ালো। নাকে কাপড় বাঁধা দস্তানা-পরা জনকয়েক মুদ্দাফরাস একখানি স্ট্রেচার নিয়ে গাড়ি থেকে নাবলে। বহুকাল অর্ধাহার স্বল্পাহারে দিন গুজরান করে শেষঅব্দি দিন কয়েকের অনাহারে একটি নামগোত্র-হীন উট্‌কো লোক এসে এখানে টেসে গিয়েচে। সরকার বাহাদুরের খাতায় অবশ্যি লোকটির অপুষ্টিজনিত কঠিন রোগে মৃত্যুর উল্লেখ রয়েচে। যাই হোক ক্রমে মড়াটা পচে গলে ঢোল হয়ে মহল্লা জুড়ে গন্ধ ছড়াতে সুরু কল্লে। লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত থানায় খবর দিলে। পুলিশ যৎপরোনস্তি তৎপর হয়ে সত্বর লাশ সরানোর ব্যবস্থা নিলে। লাশ তোলার সময় নাকে ধুতির খুঁট গামছা কি রুমাল চাপা দিয়ে 'ব্যাপারটা কি' 'চোখের মাথা খেয়েচ—গঙ্গাজল নিয়ে মেয়েমানুষ যাচ্চে দেখতে

পাচ্চো না' 'কি হয়েছে দাদা' 'কি হোল দাদু' 'হারামজাদা পুরুতটা আবার গেল কোথায়' 'শালা পচে ঢোল হয়ে গেচে' 'পটলা মড়া ছুঁলে আবার গঙ্গায় নাইতে হবে' 'নিজের কাজে যান না, ভিড় করচেন কেন' 'ও পাঁচু আবার কোথায় গেলি, আচ্ছা বজ্জাত ছেলে তো' ইত্যাদি আন্দোলনের মধ্যে একটু একটু এগিয়ে কৌতূহলী জনতার চোখে পড়ল, লাশটির হাঁ-করা মুখের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক মাছি ঢুকে পড়েচে। আর কয়েকশ কাঠপিঁপড়ে ধুলোকাদামাখা ঐ কালো শরীরটাকে কামড়ে ধরেচে।

স্থান অতিঅপরিষ্কার ও ইল্লৎ হয় ও তথাকার বিট্‌কাল ক্লেদরাশিঘটিত বাতাসে লোকেরা পীড়া পায় লাল-বাজারের নূতন গির্জাঘরের উপরে যে মুরগ আছে সেই কেবল ওলাউঠার কারণ কালীঘাটে কি বাজার কি কালীর বাড়ী কি নকুলেশ্বরের তলা কি বাসা সকল জায়গাতেই কাঙ্গালি ঘুরে২ বেড়াচ্ছে মোং কলিকাতায় এমত একপ্রকার নূতন চরক হইয়াছিল যে তাহা শুনিলেই শিষ্ট লোকেরা কর্ণে হাত দেয়

তিল তিল কল্পনায় কবি গড়ে তোলেন তাঁর একান্ত আপন তিলোত্তমা পৃথিবী, সেখানে স্বপ্নের দিগন্ত-সীমায় বাস্তবের যা কিছু ক্লেদ পরিশ্রুত হয়ে মিলিয়ে যায়। রূপ থেকে অরূপ, সীমা থেকে অসীমের নির্দেশহীন পথে কবির যাত্রা। সেই যাত্রাপথে সৃষ্টির আনন্দময় বেদনাই কবির একমাত্র প্রাপ্য। এবং এই উদ্বোধনে অব্যাহত কবির সৃজনকর্ম ঃ

ঝিলমিল লাল নীল
লাল নীল মঞ্জীল
মঞ্জুল অঙ্গন
তিল তিল চন্দন
ঝলমল উচ্ছ্বাস
স্বপ্নের উদ্ভাস

হৃদয়ের মৌবন
কল্লোল রঙ্গন
ঝলমল মঞ্জীল
ঝিলমিল লাল নীল

ব্রজের নন্দ ঘোষের স্বজাতি কলিকাতার হরিভক্ত গোয়ালা মহাপ্রভুরা কসাইকে যখন নবপ্রসূত গোবৎস বিক্রয় করেন, কসাই যখন শিশু বৎসের গলায় দড়ি দিয়া হিচড়াইয়া লইয়া যায় তখন সেই দুধের বাছুরটি নিদারুণ কাতরকণ্ঠে যেরূপ মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, সেইরূপ কাতর স্বরে আমিও মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম

ঠাকুর, এখানি আছি তোমার ঠাঁই, যেমত পুত্র পিতার সাক্ষাতে, তোমার রাজত্বের অংশী আমারে করিও।

এই জানন, মানন, বুঝন, সকল তোমার উপায়ঃ
আশা কর স্বর্গের যাইবার প্রভুর কৃপায়।
স্বর্গেতে ভোগাভোগ তোমারে দিবেন প্রভু
তাহানে দয়া কর যদি। আমেন যেশু।

কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে

আপনিও নিশ্চয় লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে আপনার আমার প্রিয় এই মহানগরী কলিকাতার বুকে যত্রতত্র ট্রাম-লাইনের পার্শ্বে অথবা ফুটপাতের উপর কিংবা উড়াল পুলের নিচে অগণিত মানুষ দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর সংসার পাতিয়া রহিয়াছে, খাইতেছে দাইতেছে, সন্তান উৎপাদন করিতেছে, তদুপরি মলমূত্র ত্যাগ করিয়া এই নগরীর পরিবেশকে কলুষিত ও দূষিত করিতেছে

ফলত এ দৃশ্য আপনার আমার মত যেকোন সভ্য, সংস্কৃতি-সম্পন্ন ও ঐতিহ্যানুরাগী নাগরিকের চক্ষুকে পীড়া দেয়

এবং উহাদের পরিধেয় ছিন্ন, কদর্য ও পূতিগন্ধ বস্ত্র বা উলঙ্গ রোগজীর্ণ শিশু-সন্তানরা নগরীর ভদ্র এবং সুসজ্জিত প্রতিবেশকে নারকীয় করিয়া তুলিতেছে

বস্তুত লেকে বায়ুসেবনের উদ্দেশ্যে বেড়াইতে যাইবার পথে স্বামী-স্ত্রীর কিংবা ট্যাক্সিতে ঘনিষ্ঠ প্রেমিকযুগলের অথবা স্যাটারডে ক্লাবে ডিনারে যাইবার সময় মিস্টার বাসুর এবং রোটারি-ক্লাবের পার্টি হইতে ফিরিবার পথে মিসেস সানিয়ালের এমনকি তাঁহার উর্দিপরা শোফার হরিপদেরও ইহাদের দেখিয়া এমন বিরক্তি, ঘৃণা ও বিবমিষার উদ্রেক হয় যে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না

বিশেষত লজ্জা-নিবারণের জন্য যথেষ্ট নয় এমন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিহিত নারীসকল স্ত্রীজনোচিত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রায়-অনাবৃত রাখিয়া এমন নির্লজ্জ-ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় হাইড্র্যান্টে এমন ব্রীড়াহীনভাবে স্নান করে বা বাসন মাজে যে আমার আপনার ন্যায় শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন ভদ্র পথ-চারীকেও কখনো কখনো উহাদের দিকে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়

ইহা ছাড়া বলিতে একান্ত দুঃখ এবং সংকোচ হয় যে সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের ফল কয়েক লক্ষ টাকা নাফার হিসাব করিবার পর কালীঘাটে পূজা সারিয়া নূতন টয়োটাতে বাড়ী ফিরিবার পথে তিলকধারী পরমভক্ত ঝুনঝুনওয়ালাজীর ধার্মিক মনকে এই নরকের কীট ভ্রষ্টচরিত্রের কুলটা রমণীরা এমনই বিপথ-গামী করে যে কখনো কখনো তাঁহাকে ড্রাইভার রামভজনের মাধ্যমে দোচার রুপেয়া অযথা খরচ করিয়া পছন্দমত তরুণী দেখিয়া এক-আধটিকে রঙিন কাচলাগানো শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে তুলিয়া

লইয়া গাড়ী অপবিত্র করিতে হয়

প্রকৃতপক্ষে এই সব কুৎসিৎ, পাপ-আলোচনা মুখে আনাও অনুচিত, গর্হিত

অতএব, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা এই প্রস্তাবে আমার সহিত একমত হইবেন যে একটি প্রকাণ্ড রোলারের নীচে এই অমানুষগুলিকে অবিলম্বে সম্পূর্ণ পিষ্ট করিয়া ট্র্যামলাইনের পাশে বা সাধারণ উদ্যানের মাটিতে মিশাইয়া দিলে আপনার আমার বাসভূমি কলিকাতা নগরী কলুষ ও পাপ হইতে মুক্ত হয়

অতঃপর উহাদের রক্তমাংস ও অস্থিমজ্জার জৈবসারে নগরীর মাটি উর্বর হইলে স্থানে স্থানে সুন্দর রঙিন বেষ্টনী দিয়া তাহাতে পাতাবাহার, গুলমোহর এবং আরো অনেক রকম বহুবর্ণ ফুলের চারা লাগাইয়া মহানগরীকে পরিচ্ছন্ন ও রূপ-লাবণ্যময় করিয়া তোলা যায় সুতরাং

আসুন আপনার আমার একান্ত প্রিয় মহানগরী কলিকাতাকে কল্লোলিনী তিলোত্তমা করিবার প্রকল্পে সক্রিয় অংশগ্রহণে আমরাই প্রথম পদক্ষেপ করি

তার—যা আমার বা তোমারও—জীবনকাহিনী

একদিন তার জন্ম হল
তারপর থেকে সে
বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল
শৈশব থেকে কৈশোর কৈশোর থেকে যৌবন
যৌবন থেকে প্রৌঢ় বয়স অব্দি
বাঁচার চেষ্টায়

প্রতিমুহূর্তে অসহায় বোধ করে চাকরির তদ্বির তদারকে মান ইজ্জত খুইয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রায় গলাধাক্কা খেয়ে রেশনে লাইন দিয়ে কেরোসিনের লাইনে কয়েক ঘণ্টা করে দাঁড়িয়ে কালোবাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ খুঁজে হয়রান হয়ে হাসপাতালে ভর্তির জন্য মাথা কুটে নেতাদের হাতে পায়ে ধরে ট্রামে-বাসে-ট্রেনে জানোয়ারের মতো যাতায়াত করে

বাঁচার চেষ্টা করতে করতে বাঁচার
চেষ্টা করতে করতে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে
তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল

তবু
বাঁচতে চেয়ে

মাথাগোঁজার আস্তানা খুঁজে সেলামি আর বেশি ভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওয়ালার তাড়া খেয়ে ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তির জন্য সবার কাছে হাত কচলে মেয়ের বিয়ের দাবী মেটাতে ধার-দেনা করে ফতুর হয়ে ছেলের চাকরির জন্য ঘুষ দিতে হবে বলে কাবুলির কাছে ধার নিয়ে পাড়ার মস্তানদের অপমান নীরবে হজম করে পুজোর চাঁদা দিতে নাজেহাল হয়ে লোডশেডিঙে সি এম ডি এ-র গর্ত করা রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে বাড়ি ফিরে এক হাজার মশার কামড় খেয়ে
বাঁচার
চেষ্টা করতে করতে
বাঁচার
চেষ্টা করতে করতে
বাঁচার
প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে করতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে
অবশেষে একদিন সে
মারা গেল

মিস্টার কে প্রসঙ্গে

শ্রী বা শ্রীযুক্ত ক অথবা ক-বাবু বলিলে তিনি খুবই বিরক্ত হন ; অতএব তাঁহাকে মিস্টার কে বলাই বিধেয়। অবশ্য কে সাব বলিলেও চলে। মিস্টার কে প্রসঙ্গে তাঁহার অসংখ্য সদগুণের আলোচনা অপরিহার্য।

প্রথমত, মিস্টার কে উচ্চ-শিক্ষিত। কেননা তাঁহার বাড়িতে আবালবৃদ্ধ সকলেই একমাত্র ইংরেজী বলেন। কেননা সেখানে ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন এক অনবদ্য ভাষা ভৃত্যদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। কেননা তাঁহার বাড়ির কুকুর দুইটি বিলাত হইতে আমদানি করা। কেননা কুকুর দুইটির নাম টম ও ডিক। কেননা কুকুরের জন্য মিস্টার কে-র মাসে দেড় হাজার টাকা ব্যয় হয়। কেননা মিস্টার-কে গলফ্ ও টেনিস খেলেন। কেননা তাঁহার মুখে সর্বক্ষণ সুদৃশ্য বিলাতি পাইপ শোভা পায়। কেননা মিস্টার কে-র এক ছেলে ন্যু ইয়র্কে থাকে !

দ্বিতীয়ত, মিস্টার কে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত। কেননা কলিকাতার সাহেবপাড়ায় তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ি। কেননা তাঁহার বাড়ির সম্মুখে বিরাট লন। কেননা মিস্টার কে-র গাড়ি দুইটি ইম্‌পালা ও মের্সেডেজ। কেননা মিস্টার কে-র বাড়ি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। কেননা মিস্টার কে-র বড় মেয়ের দ্বিতীয় স্বামী সাহেব। কেননা আচার্য হরিদাস কলিকাতায় আসিলে চারজন শ্বেতাঙ্গী সাধন-সঙ্গিনীসহ একমাত্র মিস্টার কে-র গৃহেই অবস্থান করেন। কেননা মিস্টার কে-র বাড়িতে মেড ইন ইংল্যাণ্ড টয়লেট পেপার ব্যবহার করা হয়।

তৃতীয়ত, মিস্টার কে সমাজসেবী। কেননা মিস্টার কে অবসর পাইলেই দেশের কথা চিন্তা করেন। কেননা তিনি দুইটি পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির সভাপতি। কেননা কয়েকজন মন্ত্রী তাঁহাকে নিয়মিত ফোন করেন। কেননা মিসিস কে তিনটি মহিলা সংঘের সভানেত্রী। কেননা মিস্টার কে বাড়িতে সপ্তাহে অন্তত একটি ককটেল পার্টি দেন। কেননা সেই পার্টিতে একমাত্র আসল বিলাতি পানীয় পরিবেশন করা হয়। কেননা সমাজের গণ্যমান্যদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মিস্টার কে বিভিন্ন ক্যাবারেতে উপস্থিত থাকেন। কেননা বিদেশী দূতাবাসগুলির পার্টিতে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হয়। কেননা মিস্টার কে-র বাড়িতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রায়শ বিলাত হইতে প্যাচার করিয়া আনা নীল ফিল্ম দেখানো হয়।

চতুর্থত, মিস্টার কে একজন যথার্থ ভদ্রলোক। কেননা তিনি

বছরে অন্তত একবার সপরিবারে য়ুরোপ বা স্টেট্‌সে যান। কেননা মিস্টার কে-র বাড়ির কেহই কখনো ট্রাম, বাস বা মিনিবাসে চড়েন নাই। কেননা বহু সাহেব মিস্টার কে-র বাড়িতে মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্য-ভোজে নিমন্ত্রিত হন। কেননা মিস্টার কে-র ছেলেমেয়েরা ন্যু ম্যান, রেঙ্গলার বা লেওইস ৫০১ জিনস পরে। কেননা তাঁহার বাড়ির ব্যবহৃত জিনিষপত্রের শতকরা ৯৫ভাগ বিলাতি। কেননা মিস্টার কে তাঁহার শোফার, কুক, মালি ও চাকরদের বেতন বছরে যথাক্রমে তিন, দুই, দেড় ও এক টাকা বাড়াইয়া দেন।

পঞ্চমত, মিস্টার কে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। কেননা মিস্টার কে-র মেজো ছেলে (বয়স ১৮) মেডিটেশনের জন্য গ্র্যাস স্মোক করে। কেননা মিস্টার কে-র সেজো মেয়ে (বয়স ২১) আচার্য, হরিদাসের সামার ও উইণ্টার তান্ত্রিক চক্র-ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে। কেননা মিস্টার কে একটি কেনেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। কেননা আচার্য হরিদাসের পবিত্র জন্মদিনে মিস্টার ও মিসিস কে-র উদ্যোগে স্পিরিচুয়াল ডান্সিং নাইট-এর আয়োজন করা হয়।

ষষ্ঠত, মিস্টার কে শিল্প-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। কেননা তাঁহার বাড়ির সকলে নিক কার্টার, হ্যারল্ড রবিন্স, সিডনি শেলডন ইত্যাদি লেখকের নিয়মিত পাঠক। কেননা মিসিস কে প্রত্যহ একটি করিয়া মিল্‌স এণ্ড বুন্‌ গ্রন্থমালার বই পড়েন। কেননা মিস্টার কে স্যাটারডে টিট্‌বিটস্‌ সহ পাঁচপাঁচটি বিলাতি পত্রিকার গ্রাহক। কেননা কোণার্কের মন্দির-গাত্রের ভাস্কর্যের প্রতিকৃতি তাঁহার বাড়ির নানাস্থানে শোভা পায়। কেননা মিস্টার কে-র বাড়িতে পাশাপাশি রাখা মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য হরিদাসের বহুমূল্য পোট্রেট দুইটি হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধানো। কেননা প্রতিদিন সকালে মিস্টার কে এই ছবি দুইটির সামনে চোখ খুলিয়া ১ মিনিট, চোখ বুজিয়া ১½ মিনিট, অর্ধ-নিমীলিত চোখে পৌনে ২ মিনিট মোট সওয়া ৪ মিনিট করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকেন।

বলাবাহুল্য মিস্টার কে সম্পর্কে অনেক কথাই অকথিত থাকিয়া যায়।

মাত্র অর্ধপ্রহরযাবৎ একান্ত সুকঠিন অনন্যমনা তন্ময় প্রতীক্ষারূপ তপশ্চর্যার অবসানে অবশেষে শ্রীল শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্যামলদূর্বাদল-কোমল রাতুল চরণকমলের মন্দাকিনীধারাবৎ পরম কৃপাপ্রভাবে আপুনি পঞ্চচত্বারিংশৎ সংখ্যাযুক্ত বংশ পদ অর্থ ক্ষমতা মর্যাদা চাতুর্য সাফল্য খ্যাতি গৌরব বৈভব প্রতিপত্তি প্রতিভা ইত্যাদিতে উন হীন দীন অপাংক্তেয় সর্বসাধারণদিগের নিমিত্ত তথা কেবলমাত্র তাহার-দিগের যোগ্য চক্রশোভিত স্বয়ংচালিত অত্যাশ্চর্য প্রভূতসংখ্যক যাত্রী-বহনক্ষম বাস নামধেয় একখানি শকটের সাতিশয় সংকীর্ণ জনাকীর্ণ প্রবেশদ্বারের কাষ্ঠসোপানে আরোহণপূর্বক অর্থাৎ তত্রস্থ কাষ্ঠখণ্ডে উপানহপরিধান দক্ষিণপদের অগ্রার্ধভাগ সংস্থাপন করতঃ মুনিজন-মানসতামসহর দুর্মর ভগবদ্‌মহিমায় চর্মচটিকাবৎ ঝুলন্ত রহিলেন

ইতঃপূর্বে আপুনি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাপ্রযুক্ত রক্ত নীল পাটল ধূমল সমুজ্জ্বল উজ্জ্বল অনতিউজ্জ্বল পাণ্ডুর ধূলিধূসর চিত্রিত বিচিত্রিত বিচিত্র ক্ষুদ্র বৃহৎ কি মধ্যমাকার একতল বা দ্বিতলবিশিষ্ট নির্বিশেষ বিশেষ সবিশেষ ইত্যাকার বহুবিধ গণযানেতে সূচ্যগ্রপরিমাণ তিলার্ধধারণক্ষম স্থানের অসঙ্কুলানে আরোহণে অসমর্থ হওনে অতঃপর বর্তমানে আপনকার বোধ জন্মাইল প্রতীক্ষারূপ সুকঠোর পরীক্ষান্তে বাসেতে অধিষ্ঠানলাভরূপ মনোরথসিদ্ধির মাধ্যমে পরমেশ্বরের অপার অপরিমেয় অপরিসীম করুণা প্রকট হইল তাঁহার বিভূতি বুঝিবারে পারে নশ্বর স্বল্পবুদ্ধি কীটাণুকীট মানবের কিবা সাধ্য

সাধ্যবস্তুসার গোপীজনবল্লভ

বন্দারুজনমন্দার যদুনন্দনের জয়

তদনন্তর গমনপথে স্থানে অস্থানে আপন আপন গন্তব্যস্থলের অবির্ভাবে কালি তারা ভৈরবী বগলা ছিন্নমস্তাদি কোন না কোন বিপন্নাশিনী অসুরবিনাশিনী ত্রিতাপদুঃখহারিণী মহাবিদ্যার নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতঃ কতিপয় যাত্রী অবর্ণনীয় অচিন্তনীয় অকল্পনীয় অতুলনীয় প্রযত্নে তথা যৎপরোনাস্তি কৌশলে পূর্বপুরুষদিগের এবং তৎসহ স্বকীয় পূর্বজন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পুঞ্জিত সুকৃতিরাশির অমোঘ অলৌকিক অনুকূল প্রভাবে অবতীর্ণ হইবারে সক্ষম হইলে তন্মুহূর্তে ততোধিক চতুর্গুণ কি পঞ্চগুণ আরোহী সমারূঢ় হওনে বস্তুতঃ আপুনি সম্মুখভাগে পশ্চাতে দক্ষিণে ও বামে অধোভাগে তথা ঊর্ধ্বে শিরোপরি চকিত আকস্মিক আধিভৌতিক অকথ্য অভাবনীয় উৎকট বিকট নিপীড়ন ও নিষ্পেষণের কারণে পিতৃ-পিতামহসহ সংকটত্রাণ মধুসূদনের নাম স্মরণ ও কীর্তন করতঃ

আপনকার অজ্ঞাতসারে শূন্যমার্গে সমুত্থিত হইয়া প্রবেশপথের সোপান হইতে উক্ত শকটের নিবিড় উদরাভ্যন্তরে সংস্থিত হইলেন

ইত্যবসরে আপনকার পৃষ্ঠদেশে বিস্ফারিত বিকটাকার বিশালকায় অলিঞ্জরোপম এক ভয়ংকর উদর অবিরত অনিবার্য অব্যাহত প্রবল পেষণে আপনাকে ক্রমে ক্রমে সম্মুখবর্তী করিতে থাকার ফলে আপুনি সম্মুখে দণ্ডায়মান অবিচল চৈনিক প্রাচীরসদৃশ ষণ্ডোপম সহযাত্রীর পশ্চাদ্দেশে লিপ্ত হইয়া লুপ্তপ্রায় যেক্ষণে আপনকার গত্যন্তররহিত স্থাণু অচঞ্চল নাসিকা উষ্ণাকার ষণ্ডপ্রতিমের শ্রাবণের অবিরল ধারাপাতের তুল্য নিরন্তরনিঃস্রাবী ঘর্মজলপরিপ্লুত বাহুমূলের পশ্চাতে আতত কামিজাংশে আসঞ্জিত হওনে ঘর্মের সুতীব্র লবণাক্ত পূতিগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রকট প্রবিষ্ট ও প্রবাহিত হইতে থাকিলে আপনকার উদরস্থ সংবৎসরের তাবৎ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্রুত উদ্‌গত হইতে উদ্যত হইলেক

মঙ্গলময়ের অভিপ্রায়ই পূর্ণ হউক তাঁহার উদ্দেশ্য অনুমান করিবারে দেবগণও অক্ষম তথায় মনুষ্য কি ছার

আপনকার দক্ষিণ পার্শ্বে লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিহিত এক ব্যক্তির ভগবদ্‌কৃপায় সাতিশয় পুষ্ট ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রোমশ পুরুষোচিত সম্প্রসারিত বাম বাহু আপনার ক্ষীণ দীন দুর্বল স্কন্ধদেশে আশ্লিষ্ট হইয়া থাকায় বস্তুতঃ ঐ দরদরধারায় ঘর্মস্রাবী বাহু হইতে নিঃসৃত বিগলিত স্রোতস্বিনীবৎ ঘর্মপ্রবাহ আপনকার স্কন্ধে পতিত তথা আপনকার স্বীয় স্বেদজলে মিশ্রিত হইয়া যমুনোত্রী উৎসারিত যমুনাপুলিন ও গঙ্গোত্রীনিঃসৃত পাপতাপহর পূত গঙ্গোদকের সম্মিলিত যুগলপ্রবাহের ন্যায় ক্রমে ক্রমে আপনার স্কন্ধ হইতে বক্ষ উদর কটিদেশ অতিক্রম করতঃ জঘন শিশ্ন ও জানুপ্রদেশ প্লাবিত করিলেক

তদুপরি বিধাতার অবশ্যম্ভাবী বিধানে আপনকার বামপার্শ্বে অবস্থিত দুইজন মনুষ্যের সূক্ষ্মমুখ তীক্ষ্ণ বর্শাফলকসদৃশ কফোণি আপনকার পঞ্জরাস্থিতে নিবিষ্ট হইয়া ব্রণে সূচিকা বিদ্ধ হইবার অনুরূপ তীব্র বেদনার সৃষ্টি করিবার কারণে আপনকার দাদা কনুইটা একটু ইত্যাকার ক্ষীণকণ্ঠ অসমাপ্ত অবিন্যস্ত বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র ধ্বন্যুৎপন্ন প্রতিধ্বনিসদৃশ তাৎক্ষণিক যথোপযুক্ত তির্যক প্রত্যুত্তর কনুই কি কেটে বাড়িতে রেখে আসব অত আরামে যেতে হলে ট্যাক্সিতে যান শ্রবণে সকলি ভক্তবৎসল করুণাময়ের লীলা উপলব্ধি করতঃ আপুনি গঙ্গার হ্রদের ন্যায় অক্ষুব্ধ ও স্থিতধী, তৃণাপেক্ষা বিনীত এবং তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্তনকে প্রেয় তথা শ্রেয় বিবেচনায় তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন

অচিরাৎ অলঙ্ঘ্য ললাটলিখন অনুযায়ী আপনাকার দর্শন ও

শ্রবণেন্দ্রিয় অবলা মাতৃজাতির উপবেশনের নিমিত্ত সংরক্ষিত আসনের অভিমুখী হইলে আপুনি অবলোকন করিলেন তত্রস্থ আসন পরিপূর্ণ ও তাহার সম্মুখে বালিকা কিশোরী যুবতী প্রৌঢ়া প্রাচীনা অতিপ্রাচীনা বামাবৃন্দের জটলায় নাবালক বালক কিশোর যুবক প্রৌঢ় প্রাচীন অতিপ্রাচীন পুরুষগণ অশ্রুতপূর্ব অদৃষ্টপূর্ব অভূতপূর্ব অজ্ঞাতপূর্ব পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় কামিনীদিগের সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে স্থান লাভ করতঃ অত্যুৎসাহে তথা অত্যুৎকট রঙ্গে যোষিদ্‌বৃন্দের অঙ্গের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে নিজ নিজ দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংস্পর্শ ঘটাইয়া অকলুষ অপার্থিব সনাতন ব্রহ্মস্বাদসহোদর দিব্য সুখানুভব লাভ করিতেছে

এই দৃশ্য দর্শনে আপুনি উপলব্ধি করিলেন জগদীশ্বরের মহিমা অপার অতএব তাঁহার নামজপযজ্ঞ কলিতে বদ্ধজীবের মুক্তির একমাত্র উপায়

ইতোমধ্যে ঘোর বচসার সূত্রপাত ঘটিল

পুস্তকাদি পঠনপাঠনের উপকরণহস্তে জনৈকা নবযুবতী তদ্‌পশ্চাতস্থিত সূর্যকরনিবারক শোভাবর্ধক বর্ণময় সানগ্লাস নামক অনুপম নেত্রালংকার পরিহিত জনৈক বিদ্বান বুদ্ধিমান ধর্মজ্ঞ সমুদাচারাভিজ্ঞ অভিজাতদর্শন যুবা-পুরুষকে এই অসহ্য ভীড়ের চাপে দাঁড়াতে পারছিনা তার মধ্যে অসভ্যতা করে চলেছে এবম্বিধ প্রগল্‌ভ নীতিবিরহিত রীতিবর্জিত সদাচারবিরোধী উক্তি করিলে উত্তরে যুবকের যুগোপযোগী বীরত্ব-ব্যঞ্জক আত্মমর্যাদাসূচক সংযত প্রত্যুত্তর অত সভ্য হলে ঘরে বসে থাকলেই হয় শ্রবণে শকটস্থিত পুরুষ যাত্রীদিগের অধিকাংশ গণ-তান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক তথা মহান জাতীয়ভাবোদ্দীপিত মনোবৃত্তিতে নবযুবকের বাক্যের সোচ্চার উচ্চকণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার সহিত তুলনাত্মক বিবেচনায় অধুনাতন কালের অঙ্গনা-দিগের চরিত্র ধর্মভাব সতীত্ব শিক্ষা নম্রতা আদর্শ ঐতিহ্য গৃহকর্ম-নৈপুণ্য ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তিবাদী শাস্ত্রসম্মত ও সত্যব্রত সুকঠোর সমালোচনায় মুখর হইলে উপর্যুক্তা নবীনা অনতিবিলম্বে বুঝিবা এবম্বিধ নির্মল সত্যবাক্যের সম্মুখীন হইবার অক্ষমতায় অথবা আপন-কার ক্ষমার অযোগ্য অপরাধবিষয়ে চৈতন্যসঞ্জাত অনুশোচনার বৃশ্চিক-দংশনে অস্থির হইয়া গন্তব্যস্থানের আবির্ভাবের পূর্বেই অবতরণ করিবারে বাধ্য হইলে তাহার অবতরণের অসাধ্যসাধনের আকুল প্রয়াসের মুহূর্তে সমালোচক নীতিবেত্তা ধর্মবেত্তা সমবেত পুরুষকুল যুবতীর দেহযষ্টির ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রগাঢ় স্পর্শানুভূতির মাধ্যমে নিষ্পাপ নির্বিকার নিষ্কাম সুখাস্বদনের কারণে যথোপযুক্ত পরিশ্রমের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করলেন না

এহো বাহ্য আগে কহ আর

সম্মুখভাগে একপার্শ্বে শবরূপী শিবোপরি দণ্ডায়মানা করালবদনা নৃমুণ্ডমালিনী জগন্মাতা কালিকা অপরপার্শ্বে কদম্বতরুচ্ছায়ায় মুরলি-বাদনরত ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী যমুনাকূলবিহারী কংসধ্বংসকারী ভক্তজন-মানসহংস শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র বহুবর্ণ চিত্র এবং মাল্যবিভূষিত এই দুই চিত্রের পাদমূলে সত্যমেব জয়তে এই সনাতন আপ্তবাক্যের প্রতি আপনকার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল

অহো কি দেখিলাম প্রভো কি দেখাইলে এই দিব্য অনির্বচনীয় মহাভাব আপনকার হৃদয়কন্দরে তমসার ঘন অন্ধকার বিদীর্ণ করিল

ইতোমধ্যে রুদ্রের ভৈরবোপম ধর্মরাজের দূতের ন্যায় নরকের দ্বারীর তুল্য বাসাধিপতির অনুচর কণ্ডাক্টর নামক ভয়ং-কর দ্বারপালের বাক্য ও বাহুবলে শকটের অভ্যন্তরে প্রেরিত যাত্রী-সাধারণের মধ্যে অন্যতমের হস্তে ধৃত ম্লেচ্ছজাতিদিগের নব্য জড়-বিজ্ঞানের মহৎ উদ্‌ভাবন তাররহিত ক্ষুদ্র পেটিকাসদৃশ যন্ত্র হইতে উৎসারিত অস্ফুট অবোধ্য অনর্গল বিজাতীয় বাক্যপ্রবাহ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পুঞ্জীভূত সমবেত জনকুল সমুচ্চ দেশাত্মবোধে উত্তেজিত অনুপ্রাণিত উৎসর্গিতপ্রাণ হইয়া দাদা ইণ্ডিয়া কত রান করল কে ব্যাট করছে কপিল শালা ক্রিকেট কাকে বলে দেখিয়ে দেবে ইত্যা-কার উদ্দীপনাপূর্ণ কলকোলাহল করিতে লাগিল

হে পরম বরণীয়া চিরস্মরণীয়া স্বর্গাদপি আদরণীয়া দেশমাতৃকা তুমি সনাতন ধর্মের ধারয়ত্রী পালয়ত্রী প্রভু সেই পুণ্য আনন্দময় দিন কি আগতপ্রায় যখন পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের প্রতিটি জনপদে শ্রীহরির নামগান ধ্বনিত হইবে

অকস্মাৎ যাত্রীসাধারণের প্রণাম ও নাসিকা এবং কর্ণমর্দনের ভঙ্গীসহ মা মা তারা ব্রহ্মময়ী মা রব ও তাহার কিয়ৎকাল পরে একই ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি সহযোগে বাবা বাবা জয় বাবা ভোলানাথ ধ্বনিতে আপুনি উপলব্ধি করিলেন প্রথমে বরাভয়দায়িনী পাপতাপবিনাশিনী জগন্মাতা কালিকার মন্দির ও তদনন্তর যোগীশ্রেষ্ঠ বৃষবাহন দেবাদি-দেব মহাদেবের মন্দির অতিক্রান্ত হইল

এদিকে বুদ্ধির অগম্য চিন্তার অতীত জ্ঞানের সীমাবহির্ভূত দৈবপ্রভাবে আপনকার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল পশ্চাতস্থিত স্ফীতোদরের তীব্র হইতে তীব্রতর অসহনীয় চাপে নাসারন্ধ্র সম্মুখস্থ বৃষস্কন্ধ মনুষ্যের ঘর্মনিষিক্ত বাহুমূলে অধিক হইতে অধিকতরভাবে সংলিপ্ত হওনে আপনকার বমনেচ্ছা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল আপনকার বোধ হইল এই অনাদি অনন্ত যাত্রা বুঝিবা শত সহস্র অযুত বৎসর

যাবৎ অব্যাহত আদিঅন্তহীন বমি করছে বমি করছে
মুখটা জানলা দিয়ে বের করতে দিন কলরবে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আপুনি দেখিতে পাইলেন আপুনি নহেন ভয়ংকর পেষণ ও অগ্নিময় উত্তাপে অস্থির অপরিণতমতি তথা আদর্শ সার্বজনীন গণযানে ভ্রমণে অযোগ্য অনভ্যস্ত অকিঞ্চন ক্বচিৎ নাবালক বাসের বাতায়নপথে মস্তকের কিয়দংশ বহির্গত করিবার প্রযত্ন করতঃ বারে বারে বমন করিতেছে এবং উক্ত উদ্গীর্ণ বমনের অংশবিশেষ গণযানের অভ্যন্তর-ভাগে নিপতিত হইতেছে এবং ধাবমান বহির্ভাগে যে অংশ পতিত হইতেছে তাহা বহুলপরিমাণ বাতাহত হইয়া বিন্দু বিন্দু শীকর-কণার আকারে গণতান্ত্রিক রথের অভ্যন্তরে সবেগে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গোৎসবান্তে শান্তিবারিনিষেকের ন্যায় যাত্রীসাধারণের শরীরের অনাবৃতভাগকে সিঞ্চিত করিতেছে

সকলই প্রভুর ইচ্ছা

সাধারণতন্ত্রী
শকট দক্ষিণাভিমুখে আবর্তন করিলে আপুনি জ্ঞাত হইলেন আপন-কার গন্তব্যস্থান আসন্ন আগতপ্রায় এবং তৎকালে রৌরব কুম্ভীপাক শূকরমুখ ইত্যাদি নরকের পূতিগন্ধ হইতে সহস্রগুণ দেহ ও আত্মার উদ্বেজক বীভৎস গন্ধের আবির্ভাব শিয়ালদহ নামধেয় বিখ্যাত পল্লীর অবস্থান ঘোষণা করিলে অবতরণ করিতে হইবে এইরূপ অনুধাবন করতঃ গুরুকৃপাহি কেবলম্ ভরসায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলযুগল স্মরণ মনন ও কীর্তন করিতে করিতে তাঁহারই নামোচ্চারণ পূর্বক বারংবার সমবেত ও বিচ্ছিন্ন ভাবে অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গের আন্দোলন আঘুর্ণন আকর্ষণ বিকর্ষণ সংকর্ষণাদি ঐকান্তিক ও অবিরত কায়িক বিক্ষেপণের কারণে

দাদা নামবো দাদা দয়া করে
একটু যেতে দিন আপনি আমার জায়গায় চলে আসুন আপনি কি নামবেন ইত্যাকার বাচিক প্রক্ষেপণের দ্বারা

গুরু ইষ্টদেবতা কুলদেবতা
তথা বৈদিক অবৈদিক শৈব শাক্ত বৈষ্ণব গাণপত্য বার্হস্পত্য ইত্যাদি সমস্ত দেবকুলের ধ্যান ও অনুধ্যানের মানসিক সাধনার শক্তিতে

ওভাবে
চিতিয়ে বাস থেকে নামা যায় না কাঁৎ হয়ে যান চোখটা কি ট্যাঁকে গুজে নিয়েছেন পা মাড়াচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন না পায়ে খুর আছে নাকি বুড়োর রস আছে মেয়েদের দিকে ব্যাট করতে যাচ্ছে বয়সটা কি ঘাস খেয়ে হয়েছে ষাঁড়ের মত গুঁতোচ্ছেন কেন কি চাঁদু চকচকে টাকটাতো বেশ বানিয়েছ বেড়ু করতে বেড়িয়েছ হাঁটি হাঁটি করতে জানো না ইত্যাদি সুমধুর সদুক্তিবর্ষণের লক্ষ্য হইয়া আপুনি কতিপয়

সদাশয় সমাজসেবী বলবান যাত্রীর পশ্চদ্‌বর্তী অবস্থায় এক প্রবল প্রকৃষ্ট প্রকট পেষণে পিষ্ঠ মথিত পরিহিত বস্ত্রের অনেকাংশ ছিন্ন অধিকাংশ কালিমালিপ্ত কণ্ঠাগতপ্রাণ অবস্থায় জ্ঞানবুদ্ধিহীন জড়-পিণ্ডবৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাস হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া দশদিকে একযোগে অন্ধকার ও খদ্যোৎপ্রতিম আলোকের স্ফুলিঙ্গ এবং সরিষাপুষ্প অবলোকন করিতে লাগিলেন

এমতাবস্থায় বাসের দ্বারপালের সুযোগ্য ও সুকৌশলী সহকারী টিকিটটা শব্দে দাবী জানাইয়া ঐ তুলনারহিত দিব্য এবং সমাজতান্ত্রিক ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত অর্থমূল্য গ্রহণ করিয়া সবাস অন্তর্হিত হইলে আপুনি কথাঞ্চিৎ আচ্ছন্নতা কাটাইয়া অহো প্রভুর কি কৃপা তাঁহারই কৃপায় দরিদ্রের সেবায় এসকল সার্বজনীন যান বর্তমান তাঁহার ইচ্ছায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব হইল ইত্যাদি পরম সত্য চরম বাস্তব ও সাতিশয় যুক্তিযুক্ত ভাবনায় নিমগ্ন হইলেন

বাসে ঝুলতে ঝুলতে

বাসে ঝুলতে ঝুলতে তিন অপোগণ্ডের বাপ আপিসফেরতা এক আধবুড়ো কেরানি ছিটকে চাকার তলায় পিষে ভোগে গেল। গলির মুখে দুই যুবাপুরুষ চেম্বার দেখিয়ে একটি লোকের মানিব্যাগ, ঘড়ি, পেন আর আংটি ছিনতাই করে হাওয়া হয়ে গেল। পাড়ার মোড়ে এক যুবনেতা ফলওয়ালা, ফুচকাওয়ালা, চায়ের দোকানের মালিক আর পানের দোকানদারকে শাসিয়ে গেল—শেতলাপুজোয় দুটো দশের পাত্তি না ঠেকালে কোন বাবা বাঁচাতে পারবে না। আলুর বস্তার মত ঠাসা বাস থেকে নেমে পোয়াতী একটা মেয়েমানুষ ফুটপাতের ওপর বসে পড়ে কাটা ছাগলের মতো ধড়ফড় করতে লাগল। ধাঁ করে আলোগুলো সব নিবে গেল—লোডশেডিং।

তোমার কি চাঁদু ? ধানাইপানাই না করে শালা নিজের ধান্ধা দেখ, কাজ দেবে।

তেল, নুন, কয়লা—আলু কি চিনি—অথবা বাচ্চার দুধ—যাই চাওনা কেন নিচু গলায় ফিসফিস করে দোকানীকে বলতে হবে—মাল ছাড়লে সবই মিলবে। সবে গোঁপের রেখা দেখা দেওয়া একটি ছোঁড়া গড়গড় করে বলে গেল—ঘড়ি, ছাতা, পেন, ব্লেড, প্যান্টপিস, সেন্ট, গরম ছবি কি গরম বই—সবই ফরেন মাল। রেশনে তিন হপ্তা চিনির বদলে কাগজের টুকরোর ডিউ স্লিপ ধরিয়ে দিল। চাল হাঁড়িতে চাপাতেই গন্ধে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে চাইল। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবীতে গাড়িঘোড়া বন্ধ করে চার মাইল লম্বা মিছিল বের হল। প্রজাতন্ত্রী সাম্যবাদী, বিপ্লবী সাম্যবাদী, গণতন্ত্রী জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী জাতীয়তাবাদী এবং রামরাজ্যপন্থী যুবসংঘ পাড়ায় পাঁচ-পাঁচটি দুর্গোপুজো ও কালীপুজো করবে স্থির করল। ধার্য চাঁদা দিতে গাঁইগুঁই করলেই প্রথমে চমকে ও পরে রগড়ে দেওয়া হবে। টেণ্ডাইপেণ্ডাই করলে পাড়া থেকে বাস তুলতে হবে।

তুমিতো দেখছি আচ্ছা টিউবলাইট। তবে বাঁচতে চাওতো সময় থাকতে কোন একটা পার্টিতে নাম লেখাও।

লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা খালাসিটোলা, বারদুয়ারী, ছোট ব্রিস্টল

আর অলিম্পিয়া-য় ঢুকে পড়ল। নেতারা ঘনিষ্ঠ শেঠজীদের একান্ত পার্টিতে উপস্থিত হলেন। বড়বাবুরা বারে ও ছোটবাবুরা দিশির দোকানে ঢুকল। বড়োসাহেবরা ক্লাবে বা ড্রয়িং রুমে জমায়েত হলেন। রামা শ্যামা যোদো মোধো চুল্লুর ঠেকে সামিল হল। ইংরিজি বকা বাপের লালু ছেলেরা গার্‌ল্‌ নিয়ে সাহেবপাড়ায় পুশারদের সন্ধানে গেল। যুবসম্প্রদায় পার্কের বেঞ্চিতে কি পাড়ার রকে ছিপি খুলল। শিল্পের জন্য, দেশের জন্য, মৌজের জন্য, ফুর্তির জন্য নেশাভাঙ করা চাই। মাঝেমধ্যে বাওয়াল করাও খারাপ নয়। ছোঁড়া ছুঁড়িরা বাঁক নিয়ে ঝুমঝুম করতে করতে চলে গেল—ভোলে বাবা পার করেগা। কটা দিন হেভি কিচাইন হবে।

তোমার শালা অত মাথাব্যথা কিসের? আর কিছু না পারো, কিস্তিতে অন্তত একটা টিভি কিনে ফেল। প্রথম ছমাসের কিস্তিতে সুদ দিতে হবে না। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান আর বাংলা-হিন্দী ফিল্মগুলো সব দেখতে পাবে।

মোড়ে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং দেওয়া ছোকরাগুলো পনেরো বছরের ডবকা ছুঁড়ি থেকে পঞ্চান্ন বছরের বেতো বুড়ি পর্যন্ত সব মেয়েছেলেকেই হিড়িক দিচ্ছে। বাজারে মাছের দর শুনেই তিন তিনটে খদ্দের নিমেষে ফুটে গেল। মেট্রো রেলের সিমেন্টে পেল্লায় সব বাড়ি উঠল। ম···বাবু দুনম্বরীর কৃপায় নিউ আলিপুর আর যোধপুর পার্কে আরো দুটি চারতলা বাড়ি হাঁকলেন। তের বছরের পটলা এসে বলল, ঢপ্ দিচ্ছি না গুরু, মাকালি বলছি, সাত আর তিনে কাল একটা বড় পার্টি লাগাও—জিতলে একটা বোতল খাইও, এখন শুধু একটা পাঁইটের পয়সা ছাড়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল র···আগরওয়ালা-র কালো টাকার পাহাড় থেকে তিনটে বড় রাজনৈতিক দলের জন্য এক কোটি করে তিন কোটি টাকা খসবে আর পাঁচ কোটি দিয়ে একটা পেল্লাই মন্দির হবে। নৃপতি দাম ওরফে কানকাটা নেপতি দশটা খুন করে নেতা হয়ে গেল, আরো বিশটি লাশ নাবাতে পারলে পরের বার ও ভোটে দাঁড়াবে।

আরে মদন ওসব না কচলে ব্ল্যাকে টিকিট কেটে জব্বর কোন হিন্দী ছবিতে ঢুকে পড়। জিনাত আমন-এর উরুত দেখলেই মাথা থেকে ওসব উবে যাবে।

২৫ টাকা বাঁহাতি দিয়ে হারুপালের বৌটাকে রাতে হাসপাতালে

ভর্তি করা হল। ভোরে বেড টি সেরে ডাক্তারবাবুর রাউণ্ডে আসার সবুর না করেই হারামজাদা মাগী টেসে গেল। পাড়ার দুচারটে ছোঁড়া হাসপাতালে এসে একটু বিলা করল, তারপর মামাদের টুপি দেখে সটকে পড়ল। অ···বাবুর চার চারটে বই তেলেভাজার মত বিক্রি হয়ে গেল। তিনমাসে ছটা এডিশন। বাজার খাবে না মাগে! মাল টানা আর মেয়েছেলে নিয়ে লদ্‌কালদ্‌কির যা রগরগে গপ্পো ফাঁদা হয়েছে। অ···বাবু ফ্ল্যাট কিনলেন। দেশের মানুষের জীবন রাখা বা না রাখার ভার বণিকসভার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১০০৮ গীতা-মহাযজ্ঞের পর তাঁর করুণা হড়হড় করে নেমে আসবে। সমস্যাটমস্যা সব কপ্পুরের মতো উবে যাবে।

তুমি একটা আস্ত পাঁঠা। প্রেমটেম আর দর্শন-ফর্শন মিশিয়ে ঝালঝাল মিষ্টিমিষ্টি আবার একটু ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে কব্‌তে ছাপলেও তো পারো—বেশ নামফাম হয়।

তার, তোমার বা আমার একটি দিন বা দিনগুলি

সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে চা আর বিস্কুটের সঙ্গে স্টেটস্‌ম্যান খুলে দেশজোড়া অশান্তি, দুর্নীতি, রাজনীতির লড়াই, খুন-জখম, মুদ্রাস্ফীতি, ভাড়াবৃদ্ধি ইত্যাদি খবরে প্রাতরাশটা তেতো বোধ হওয়ায় রেডিওটা খুলে পল্লীগীতি শুনে মেজাজটা শরিফ করার চেষ্টা করে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বাজারে গিয়ে মাছ আর আনাজপাতির দরাদরির মধ্যে মনটাকে এসবের ঊর্ধ্বে রাখার ইচ্ছায় শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি এসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে এলিয়ট পর্যন্ত কে কি বলেছেন ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে চানখাওয়া সেরে বেরিয়ে চল্লিশ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে মিনিবাসে উঠে বসতে পারলেও মাথা নিচু করে ত্রিভঙ্গ হয়ে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে ঢ্যাঙা মোটা একটি লোকের গাবদা পাছাটা সারাক্ষণ মুখের সামনে থাকায় অস্বস্তির মধ্যে জীবনানন্দের কবিতার পংক্তি স্মরণ করতে করতে অফিসে পৌঁছে সহকর্মীদের বেশিরভাগের ফাঁপা কথায় অশ্লীলতায় নীতিহীনতায় তিতিবিরক্ত হয়ে মুখ বুজে কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুএকজন সংস্কৃতিবান সহকর্মীর সঙ্গে আধুনিক শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে দুএকটা মন্তব্য বিনিময় করে ইতিমধ্যে একবার বের হয়ে পুজোর ছুটিতে উটি যাওয়ার জন্য ট্রেনের রিজার্ভেশন করতে গিয়ে ভাড়ার ওপর পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে টিকিট কেটে কলকাতায় আরো কত গাছ থাকা উচিত ভাবতে ভাবতে অফিসে পৌঁছে কাজ-কর্ম সেরে বাড়ির পথে বাসট্রাম কিছুতে উঠতে না পেরে হাঁটতে হাঁটতে বইমেলায় ঢুকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম-এর ওপর দুটো বই কিনে এক কাপ কফি খেয়ে অ্যাকাডেমিতে বহুরূপীর একটা নাটকের আগাম টিকিট কিনে ও রবীন্দ্রসদনে দু সপ্তাহ পরে ধ্রুপদী সঙ্গীতের আসর হবে দেখে কবে থেকে তার টিকিট পাওয়া যাবে জেনে নিয়ে ভাগ্যক্রমে একটা মিনিবাসে গুঁতোগুঁতি করে উঠে কণ্ডাক্টরের ভেতরে যান ভেতরে যান ধাতানি খেয়ে বিলায়েত খাঁর সেতারের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে ফিল্ম ক্লাবের পাঠানো কার্ডে শনিবার গদার-এর একটা ছবি দেখাবে জেনে পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকের ঘড়ি এবং মানিব্যাগ ছিনতাই হয়েছে শুনে লোডশেডিং হওয়ায় মোমবাতি জ্বালিয়ে মশার কামড় খেতে খেতে খাওয়াদাওয়া সেরে মশারির ভেতর ঢুকে ট্রানজিস্টর খুলে অশোকতরুর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে ঘুমিয়ে পড়ে পরদিন সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য

সাত সকালে ক কাগজের কর্ণধার খ বাবুর বাড়ি পৌঁছে দেখি তুমি আর সে ইতিমধ্যেই হাজির। মুখে হাসি ঝোলালেও মনে মনে বললাম, বাঞ্চোৎ, এর মধ্যেই তেলাতে এসে গেছ। বলা বাহুল্য, আমার উদ্দেশ্যও একই। ফলে আরেক দিন আসতে হল ; আপিসে ডুব মেরে বিলিতি মালের একটা বোতল হাতে করে ভর দুপুরে হাজির হলাম। তুমিও নির্ঘাৎ তাই করেছো। সেও অবশ্য তাই করবে।

গ বাবুর থান ইট-মার্কা অখাদ্য বইটার দু একটা পাতা অতি কষ্টে উল্টে বলে এলাম, কামাল করে দিয়েছেন দাদা, বিশ্বসাহিত্যে এমনটি আর হয় নি। আড়চোখে লক্ষ্য রাখলাম গ বাবুর দন্ত কতটা বিকশিত হয়, আঁচ করা দরকার তুমি অথবা সে এর আগেই আরো বেশি তোল্লাই দিয়ে গেছ কিনা। গ বাবু মহা ঘোরেল লোক, তাঁকে ভজাতে পারলে আখেরে কাজ দেবে!

সদ্য-পুরস্কৃত ঘ-দাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার মতলবে আমি, তুমি আর সে একজোট হলাম। পাক্ষিক ঙ-র সম্পাদক চ বাবুকে সভাপতি করার বুদ্ধিটা আমার, দৈনিক ছ-এর রোববারের পাতার কর্তা জ বাবুকে প্রধান অতিথি বানানোর ফন্দিটা তোমার আর তালেবর সমালোচক অধ্যাপক ঝ কে প্রধান বক্তা হিসেবে ডাকার মতলবটা তার। ফিকির বুঝে আমাদের আর কোন মতভেদ রইল না।

পুরস্কার, অনুদান, বিদেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি পাঠানো ইত্যাদি সর্বঘটে যিনি কলকাঠি নাড়েন সেই ট বাবুর সাহিত্যসৃষ্টি ব্ল্যাকেটে ছাইপাঁশ আপাঠ্য লেখা সম্বন্ধে আমি, তুমি আর সে তিন তিনটে পেল্লাই প্রবন্ধ ছাপিয়ে দিলাম। এর পর কার স্তুতিতে তিনি গলেন তা জানার জন্য তিনজনেই হন্যে হয়ে রইলাম।

নাম সই করতেই ঠ মিত্তিরের কলম ভেঙে যায়। তবে প্রেসওয়ালা কাগজওয়ালা, বাঁধাইয়ের দোকানদার, লেখক, কর্মচারী ইত্যাদি অসংখ্য

লোককে টুপি পরিয়ে এখন সে প্রচুর পয়সার মালিক—নামজাদা পাবলিশার, স্বভাবতই বিরাট সাহিত্যবোদ্ধা। মানুষ যা নেবে, মানুষকে যা নাড়া দেবে এমন কিছু লিখুন। দেখুন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র···। এসব বুকনি হজম করে যে আজ্ঞে ভাব নিয়ে তুমি বেশ কয়েকবার বললে খাঁটি কথা। সে বা আমি হলেও তাই করতাম।

ড সাপ্তাহিকের সম্পাদক ঢ বাবুর আসরে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে তুমি আমার নামে, সে তোমার নামে আর আমি তোমাদের নামে কেচ্ছা গেয়ে আসি। ঢ বাবুর আলোচনায় ব্র্যাকেটে বস্তাপচা বক্‌বকানিতে দাঁত বের করে হেঁ হেঁ করি। ড সাপ্তাহিকে নিয়মিত লেখা না বেরুলে জাত থাকে না।

আমি না থাকলে তুমি বল, আমি একবর্ণ লিখতে পারি না ; আমি তা জানি। তুমি না থাকলে আমি বলি, তোমার লেখা কিচ্ছু হয় না ; তুমি তা জানো। আমরা না থাকলে সে বলে, আমাদের লেখার একটি লাইনও পড়া যার না ; আমরা তা জানি। আবার আমি, তুমি আর সে মিলিত কণ্ঠে বলি আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ লিখতে জানে না।

সারাক্ষণ আমি, তুমি আর সে ফন্দি, ফিকির আর মতলব আঁটছি। সারাক্ষণ আমি, তুমি আর সে তাঁবেদারি, উমেদারি, মোসায়েবি করে যাচ্ছি। সারাক্ষণ আমি, তুমি বা সে ঘোঁট পাকাচ্ছি, কি ঝোপ বুঝে কোপ মারছি। সারাক্ষণ মোক্ষম মন্ত্র আওড়াচ্ছি, সব শালা ধান্ধাবাজ, সুতরাং···। এ যুগ ধান্ধার যুগ, এ কাল ধান্ধার কাল, এ দশক ধান্ধার দশক।

কর্মসূচি

তাঁরা সবাই সেখানে ছিলেন তাঁরা সবাই

মন্দিরের দালাল শেয়ার মার্কেটের পুরুত
রাজনীতির অধিকারী যাত্রাদলের নেতা
বিদ্যালয়ের শ্রমিক কারখানার শিক্ষক
শিল্পসাহিত্যের প্রস্তুতকারক মাজনের স্রষ্টা
বিধানসভার মাস্তান রকের সদস্য
বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারী বাজারের অধ্যাপক
অহিংস সমাজবিরোধী সহিংস সমাজসেবী

সেখানে তাঁরা সবাই
বিচারের যুক্তিনিষ্ঠ হাতাহাতি
বিবেচনার সহানুভূতিসূচক মারামারি
বিশ্লেষণের বিজ্ঞানসম্মত লাঠালাঠি
আলোচনার বন্ধুত্বপূর্ণ রক্তারক্তি
সমালোচনার গঠনমূলক বোমাবাজি
পর্যালোচনার আদর্শবাদী খুনোখুনির পর
একান্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে
দেশবাসীর আত্মার সদ্‌গতির জন্য
৫১ দফা বিশদ কর্মসূচি
গ্রহণ করলেন

তাঁরা সবাই তাঁরা সবাই তাঁরা সবাই

পাঁঠা

বড় সাহেবের মুখের পাইপের মত
বড়বাবুর ছড়ির বাঁটের মত
বাঁকানো শিঙ
আর ছোটবেলার ইতিহাসের পাতায় দেখা
ছবির রাজাবাদশাদের সৌখিন দাড়ির মত
দাড়ি নাড়িয়ে
তুমি যখন
নেতার মতন দৃঢ় পদক্ষেপে
নেতার সাকরেদ মাস্তানের মতন চোখ রাঙিয়ে
এগিয়ে আসো
তখন আমরা
ভীত, ত্রস্ত, বিস্মিত, চমৎকৃত ও গদগদ হই

জানি তুমিই জানোয়ারশ্রেষ্ঠ
জানি
কোন এক অবতার কোথায় যেন বলেছিলেন
জানিও প্রাণিদিগের মধ্যে আমি পাঁঠা
জানি
তোমার পবিত্র নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে
রামনাম যথার্থ মর্যাদা লাভ করে
জানি
তুমিই মানবজাতির আদর্শ, শ্রদ্ধার্হ, পূজনীয়
জানি
তোমার বর পাওয়া নবযুগের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা
অবিলম্বে দেশে দেশে তোমার পূজা চালু করবে
জানি
মহাদেশে মহাদেশে তোমার ভক্তেরা উদ্‌বাহু নৃত্যে
তোমার নামকীর্তন করবে
জানি সেই পুণ্য দিন আসন্ন, আগতপ্রায়
জানি
ইতিমধ্যেই তোমার প্রভাব, তোমার অধিকার, তোমার
শাসন সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত, বিস্তৃত, প্রতিষ্ঠিত
জানি
ইতিমধ্যে মন্ত্রীসভা থেকে ধর্মসভা, বেশ্যালয় থেকে

বিশ্ববিদ্যালয়, ভাঁটিখানা থেকে মহাকরণ, খবরের কাগজ
থেকে মাছের বাজার সর্বত্রই তোমার আত্মপ্রতিম উপাসকরা
সংখ্যাগুরু হয়ে উঠেছে, জাঁকিয়ে বসে আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে বিকট
গন্ধ ছড়াচ্ছে,

জানি

দেশে দেশে যুগে যুগে তোমার অবতাররা আবির্ভূত হয়ে আর
সবাইকে শিঙ বাঁকিয়ে গুঁতোচ্ছে

জানি

শোষক থেকে শাসক, সচিব থেকে কেরানি, উপাচার্য থেকে
কালোবাজারী, শিল্পপতি থেকে শ্রমিকনেতা, অধ্যাপক থেকে
দালাল সবার মধ্যে তোমার নামের সম্প্রদায়ভুক্ত তোমার উপাস-
করাই হলো প্রধান
তারাই সদলবলে শিঙ বাঁকিয়ে আর সবাইকে
কাবু করে রেখেছে নিজেদের জাহির করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে
বেড়াচ্ছে

জানি

পাঁঠাসম্প্রদায়ের জোটবাঁধা তোমার এইসব ভক্তদেরই আজ সব
সুখ করায়ত্ত

জানি

তোমার বিরোধীদের, নিন্দুকদের কপালে দুর্ভোগের অন্ত নেই

জানি

আমি আর আমার মতো কেউ কেউ অসংখ্য গুঁতো খেয়ে
অনেক হয়রানির পর একেকবার তোষামোদের ফুলপাতা
দিয়ে তোমাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করছি
দায়ে পড়ে তোমার ভক্তদের
দিকে তাকিয়ে গদগদ ভাব দেখাচ্ছি

অথচ জানি না
কেনযে আমি পাঁঠা দম্প্রদায়ের কাছে অপাংক্তেয়

জানি না

কেনযে তোমার ভক্তরা আমাকে দেখলেই শিঙ বাঁকিয়ে
রক্তচক্ষু এগিয়ে আসে

জানি না

কেনযে যেখানেই যাই আমিই হয়ে উঠি তাদের লক্ষ্য

পুষ্কর দাশগুপ্তকে

তুমি পুষ্কর দাশগুপ্ত

আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে একবারও কি তোমার মনে হচ্ছেনা যে বয়সটা বাড়ছে
যে বয়সে সবাই দুপয়সা কামানোর কথা ভাবে দুপয়সা হাতে রাখার কথা নিয়ে মাথা ঘামায়

যে বয়সে লোকে সল্ট লেকে জমি কেনে জমি থাকলে বাড়ি তোলে বাড়ি থাকলে মারুতির জন্য বুকিং করে অথবা ধরো ফ্ল্যাট কেনার কিস্তি জমা দেয় ফ্ল্যাট থাকলে ড্রয়িংরুমে তেলরঙের ছবি ঝোলায়

নিদেনপক্ষে স্টিরিও কেনে স্টিরি থাকলে টিভি টিভি থাকলে রঙিন টিভি রঙিন টিভি থাকলে ভি সি আর কেনে

নয়ত ফ্রিজ কেনে ফ্রিজ থাকলে ওয়াশিংমেসিন ওয়াশিং মেশিন থাকলে কুকিং রেঞ্জ কুকিং রেঞ্জ থাকলে অ্যাসপিরেটর কেনে

যে বয়সে লোকে বউকে নিয়ে গরমে মুসোরি কি সিমলায় বেড়াতে যায় ম্যানেজ করতে পারলে কন্টিনেন্টটা ঘুরে আসে

তখন কিনা তুমি তক্তপোষের ওপর উবু হয়ে বসে লোডশেডিঙে হ্যারিকেনের ধোঁয়াটে আলোয় ঘামে জবজব খালি গায়ে মশার কামড় খেতে খেতে ছাইভস্ম কিসব লিখে যাচ্ছো

তাও সে লেখা ছাপা হবে চোতা কোন কাগজে যে কাগজ চাঁদা তুলে তিনশ কপি ছাপা হয় যে কাগজ শনিবার সন্ধ্যায় কফিহাউসে আর রোববার সকালে সুতৃপ্তিতে বিলনো হয় যে কাগজ যাদের গছানো হয় তাদের শতকরা পাঁচজন উল্টে দেখে যে কাগজ উপরোধের চাপে পড়ে দুএকটা স্টলে দুচার কপি রাখলেও নেতা কি নায়িকার চকচকে ছবিওয়ালা অফসেটে ছাপা কাগজগুলোর তলায় চাপা পড়ে যায়

তাও যদি বড় কি মাঝারি কাগজগুলোতে নিয়মিত লেখা ছাপা হোত তাহলে অন্তত দুচারটে পয়সার মুখ দেখতে পেতে সাপ্তাহিক কাগজে ধারাবাহিক লেখা শেষ হওয়ার আগেই পাবলিশার হাতে টাকা গুঁজে দিত কপাল খুললে বাজারে বই তেলেভাজার মত কাটত তারপর দুএকজন সংস্কৃতিখোর সহকর্মীর প্রসাদে খ্যাতিটা যখন কর্ম-

স্থলে চাউড় হয়ে যেত তখন বেশ সাহিত্যিক সাহিত্যিক ভাব নিয়ে কাজেকম্মে যত ইচ্ছে ফাঁকি মারা যেত

রোববার সক্কালবেলায় বাড়িতে কেউ জ্বালাতে এলে বউ ফিসফিস করে বলে দিত সারারাত লিখে সবে ঘুমোচ্ছেন

পুজোসংখ্যার লেখা পড়ে বোনের অধ্যাপিকা ননদ চিঠি লিখত আপনার রচনার মধ্যে যে জীবনবোধ ও যুগযন্ত্রণা···

দিদির পিস্‌শাশুড়ীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে বলতেন তোমার লেখাতো বাবা সব বুঝি না তবে পড়তে বেশ লাগে পুলিশের মেজকর্তা পিসেমশায় বলতেন শুনতে পাই ছোঁড়ার লেখার হাতটা জব্বর

কন্ট্রাক্টর মেশোমশায় গড়িয়াহাটার মোড়ে গাড়ি থামিয়ে বলতেন কিহে লেখাটেকা কেমন হচ্ছে আমার তো আর ওসব পড়ার ফুরসৎ হয় না তোমার মাসিমা সময় কাটানোর জন্য গাদা গাদা বাংলা বই কেনেন চালিয়ে যাও আর আজকাল শুনি লেখালেখিতে পয়সাকড়িও কিছু আসে

জন্মদিনে মুখেভাতে শ্রাদ্ধ অথবা বিয়েবাড়িতে অচেনা মেয়েরা আড়চোখে তাকাত আর চেনা মেয়েরা এগিয়ে এসে অন্যদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলত জানো পুষ্করদা তোমার যে লেখাটা সিনেমা হচ্ছে···

বড়বাজারে যার তিন তিনটে কারবার ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠছে সেই দূরসম্পর্কের তিনুকাকা এসে গ্যাঁক গ্যাঁক করে বলতেন তুমি তো শুনলাম বেশ নামফাম করেছো ইন্দিরাজীর নতুন চালটা কিছু ধরতে পারলে কি

না তোমার দ্বারা কিছু হবে না তবু যে কেন অকারণ পণ্ডশ্রম করে যাচ্ছো স্বনামধন্য অধ্যাপক কমলাক্ষবাবুর ১০০৩ পৃষ্ঠার বইয়ের ফুটনোটেও নাকি তোমার নাম খুঁজে পাওয়া যায় নি

পুষ্কর

তুমি একটা আকাট

ও আমার দেশের মাটি

আস্ত একটা জানোয়ার বনে গেছি
ধুঁকছি
আদিম এই দেশ
এই সহর
নিষ্প্রদীপ গভীর জঙ্গল
ছোট বড় মাঝারি সব জানোয়ায়দের দাপাদাপি
আর্তনাদ আর হুংকার

হো হো সত্যমেব জয়তে

অন্ধকারে
অসংখ্য খুদে জানোয়ারের পাশাপাশি
বুকে হাঁটছি এই টিকে থাকা
বাঁকানো নখ আর শিকারী দাঁতের ঝলকে বারবার কেঁপে উঠছি
প্রাণ বাঁচানোর উপায় খুঁজছি
বুকফাটা চিৎকার আর গর্জন

হা হা অহিংসা পরমো ধর্ম

মুহূর্তে
হিংস্র আক্রমণ লাফিয়ে পড়বে
টুকরো টুকরো করে দেবে
আমার মতো আরো সব বুকে হাঁটা জানোয়াররা
হাঁপাচ্ছে কাৎরাচ্ছে এই বেঁচে থাকা
দীর্ঘশ্বাস আর আস্ফালন

হো হো গণতন্ত্র জিন্দাবাদ
হা হা সমাজতন্ত্র বেড়ে মজা

হি হি ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা

মন্ত্রীর বাণী

এক মন্ত্রী ছিলেন। কোন কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না। তাঁর বিরাট এক দল ছিল, সাকরেদ ছিল, পোষা মাস্তান ছিল। তাঁর গাড়ি ছিল বিদিশি, তাঁর বাড়ি ছিল রাজপুরীর মত। আর কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা দানা হীরে জহরৎ সবই তাঁর ছিল।

বড়লোকরা ভক্তিতে আর গরীবরা ভয়ে তাঁকে ভোট দিত। তাঁর মন্ত্রিত্বে লোকে সুখে শান্তিতে দিন কাটাত। চাকুরেরা বাঁধা মাইনে পেত আর পেত দেদার উপরি। ব্যাপারীরা যত খুশি মুনাফা লুটত। কালোবাজারী আর চোরাকারবারীদের কারবার ছিল ফলাও। বোকারা পড়ে পড়ে মার খেত আর চালাকদের ছিল পোয়াবারো।

তবে কিনা গরীব আর বোকাদের ট্যাঁ ফুঁ করার সাহস হত না। দেশে শান্তি ছিল অটুট আর আইন-কানুন ছিল অটল। ডাণ্ডার ভয়ে গরীব আর বোকারা মুখ বুজে থাকত আর শুধু কপাল চাপড়াত। অবশ্য তাদের জন্য হরিনামের সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। বড়লোকরা মজা লুটত আর গরীবরা হরিনাম করত।

প্রতিদিন বিকেলবেলায় মন্ত্রীমশায় বাণী দিতেন। খবরের কাগজের লোকেরা তার জন্য হা-পিত্যেস করে বসে থাকত। ভোরবেলা কাগজে কাগজে মোটা হরফে মন্ত্রীর বাণী ছাপা হত। সেই বাণী গিলে জনগণ কৃতার্থ হত। বড়লোকরা খুশিতে ডগমগ হয়ে আর গরীবরা হতাশায় মনমরা হয়ে মন্ত্রীর জয়ধ্বনি দিত।

সেদিন মন্ত্রীমশায়ের ৫৭ বছর পূর্ণ হল। জন্মদিনে নানান পদের দিশি খানা খেয়ে আর হরেক রকম বিদিশি পানীয় গিলে ভরদুপুরে মন্ত্রীর খুব বাণী পেল। খাওয়ার ঘর থেকে বৈঠকখানায় এসে তিনি সুরেলা একটা উদ্‌গার তুললেন। সাকরেদদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে তিনি এতকালের নিয়ম ভাঙবেন বলে মনস্থ করলেন। বিকেল হওয়ার আগেই তিনি বাণী দিলেন। তিনি বললেন, দেশের লোকের উচিত দিনের বেলা জেগে থাকা আর রাতে ঘুমনো। সাকরেদ আর মাস্তানরা মন্ত্রীমশায়ের জয়জয়াকার করে উঠল। কাগজওয়ালারা খচ্‌খচ্‌ করে মন্ত্রীর বাণী টুকে নিল। পরদিন সাত সকালে কাগজের প্রথম পাতায় সবচেয়ে বড় হরফে ছবিসহ খবর বেরুল ঃ শুভ জন্মদিনে জাতির উদ্দেশে মন্ত্রীর বাণী—দেশবাসীর কর্তব্য দিবসে নিরন্তর জাগরণ, নিশীথে অবিরাম নিদ্রা।

দেশের জনসাধারণ সারগর্ভ এই বাণী হৃদয়ঙ্গম করে পরম তৃপ্ত হল। তারা বেঁচে থাকার মানে বুঝতে পারল, খুঁজে পেল জীবনের প্রকৃত পথ। বড়লোকরা হৈ চৈ করে আর গরীবরা ম্রিয়মাণ কণ্ঠে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

প্রমোদের হাট পত্রিকায় বিশেষ সম্পাদকীয় বার হল :

মহতের বাণী জীবনের পাথেয়

মা ভৈঃ ! দিগ্‌ভ্রান্তি আর নৈরাশ্যের অমারজনীর অবসানে তিমিরান্তক সূর্য ঐ উদয়াচলে উদিত। তাহার কিরণধারায় দেশবাসীর হৃদয়াকাশে নৈরাজ্য ও হতাশার অন্ধকার ক্রমশ অপসৃয়মান। আমাদের সর্বজনপ্রিয় মন্ত্রীমহোদয় জাতীয় গগনে সেই সৌভাগ্যসূর্য। তাঁহার মন্ত্রিত্ব জাতির জীবনে বিশ্ববিধাতার পরম আশীর্বাদ। পবিত্র জন্মদিনে মন্ত্রীমহোদয় অভিনব এক বাণী মাতৃভূমিকে উপহার দিয়াছেন : জাতির পরম কর্তব্য দিবাভাগে মোহহীন জাগরণ, নিশাকালে নিবিড় নিদ্রা। আপাতসরল অথচ গূঢ়ার্থব্যঞ্জক এই বাণী জাতির জীবনের সকল সমস্যা, সকল সংকটের চিরন্তন সমাধানের পথনির্দেশ। যে মূর্খ এই বাণীর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে অক্ষম সে হতভাগ্য। যে অপদার্থ এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে না সে করুণার পাত্র। যে স্বার্থান্বেষী এই মহৎ উক্তির বিরোধিতা করে সে জাতির কলঙ্ক। আমরা জানি, এই বাণীর প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে জাতিকে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া সাধনা করিতে হইবে।

যুগতূর্য কাগজে এ বিষয়ে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাচার্য ডক্টর কুমুদবিভূষণ বললেন, মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয় যা বলেছেন তা বেদ, উপনিষদ্, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অধিবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র ইত্যাদির সারাৎসার। আমি স্থির করেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মন্ত্রীমহোদয়কে 'বিজ্ঞতমোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করা হবে।

মহাধর্মাধিকরণের পরমমান্য প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত ধর্মধ্বজের মতে, মন্ত্রীমহোদয়ের বাণীকে আইনের মর্যাদা দেওয়া উচিত। আইন ভঙ্গকারীকে অন্ততপক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা কর্তব্য।

ব্যবসায়ী সংঘের সভাপতি ধুরন্ধরিয়াজী জানালেন, যাবতীয় পণ্যদ্রব্যের অবাধ স্থানান্তরের প্রয়োজনে জনসাধারণের নিদ্রিত থাকা উচিত। জনসাধারণ যদি নির্দিষ্ট কালে সমবেতভাবে ঘুমিয়ে থাকে তাহলে ঐ সময়ে তাবৎ ভোগ্যপণ্যের নির্বিঘ্ন স্থানান্তর সম্ভব। এর অন্যথা ঘটলে দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি অসম্ভব হয়ে উঠবে। জাতীয় অর্থ-নীতির বনিয়াদ দৃঢ় করার কারণে এবং দেশের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য মন্ত্রীমহোদয়ের বাণী অমূল্য।

জনচিত্তবিজয়ী নায়ক শ্রীত্রিভঙ্গমুরারী বললেন, আমার কাজ জন-সাধারণকে দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে আনন্দ দেওয়া। আমি জনগণের সেবক। আমার মতে, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গরীবদের একান্ত প্রয়োজন হল দীর্ঘ ঘুম। যতক্ষণ তারা জেগে থাকে ততক্ষণের সমস্ত সমস্যা মাথায় রেখে ঘুমনো অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই জাগরণের বেশিরভাগ সময় সমস্যামুক্ত নিশ্চিন্ত থাকার জন্য সিনেমা হলে বা টিভির সামনে বসে থাকা উচিত। তাবৎ সমস্যা নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য, জেগে জেগে ঘুমনোর জন্য আমাদের দেশের জাতীয় ভাবধারাপূর্ণ চলচ্চিত্র তুলনাহীন। মন্ত্রীমহোদয়ের বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে, আর তা করতে গেলেই চলচ্চিত্র দেখতে হবে।

অবিসংবাদী যুবনেতা শ্রীবাহুবলেন্দ্র জোর গলায় জানালেন, মন্ত্রীমশায় আমাদের প্রিয় নেতা। তিনি যা বলেন তার ওপর আর কোন কথা হতে পারে না। আমাদের সংগ্রামী যুবসমাজ তাঁর বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য দেশের জনগণের একসঙ্গে জেগে থাকতে আর একসঙ্গে ঘুমোতে হবে। যারা এর বিরোধিতা করবে তারা দেশের শত্রু, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং উগ্রপন্থী। আমাদের লড়াকু যুবদল তাদের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি। মন্ত্রীমশায় যুগ যুগ জিয়ো।

সনাতন ধর্মমহাচক্রের অধ্যক্ষ পরমসিদ্ধ শ্রীশ্রী ১০৮ বাবা নিয়তানন্দ বললেন, শ্রীমান মন্ত্রীর বাণী একান্তভাবে দিব্যভাবসমৃদ্ধ। পরম-

পুরুষের নির্বিকল্প ইচ্ছা মন্ত্রীর সবিকল্প বাণীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নিদ্রা বা সুষুপ্তি আর জাগরণ বা বিনিদ্র চৈতন্যময়তার মধ্যেই কুলকুণ্ডলিনীযোগের রহস্য নিহিত। আসলে ব্রহ্মময়ীর নিগূঢ় ইচ্ছাই সমস্ত কিছুর চালিকাশক্তি। সবকিছুই সচ্চিদানন্দের চিন্ময় লীলা। আশীর্বাদ করি, মন্ত্রী দীর্ঘজীবী হোক, ভগবদোপলব্ধির দ্বারা পূর্ণ হোক।

আলোড়ন ও শিহরন সৃষ্টিকারী প্রকাশন-সংস্থার তরুণ কর্ণধার এবং প্রকাশক সংঘের সম্পাদক শ্রী বিচিত্ররূপী জানালেন, আমরা প্রকাশক সংঘের সভ্যেরা মন্ত্রীমহোদয়ের বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছি। জাগরণের শ্রান্তি দূর করে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে এমন বইই আমরা প্রকাশ করি। আমাদের প্রকাশিত যেকোন বই হাতে নিলেই শুয়ে শুয়ে পড়ার ইচ্ছে হবে, দু-চার পাতা পড়লেই ঘুম পাবে। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আমাদের বই বাজারের যেকোন ঘুমের ওষুধের চেয়ে দ্রুত কার্যকর।

ছোট বড় মাঝারি স্বদেশী-বিদেশী হরেক রকম পুরস্কার পাওয়া সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীবৃহস্পতি বললেন, মন্ত্রীমশায়ের বাণী আমার যেন তৃতীয় নেত্র খুলে দিল। আমি উপলব্ধি করলাম, মন্ত্রীমশায় যে কথা আশ্চর্যভাবে সূত্রাকারে উচ্চারণ করলেন, আমার অবচেতন স্তরে দীর্ঘকাল ধরে সে কথাগুলি রুদ্ধ হয়ে ছিল। আমার অনেক উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে ঘুম আর জাগরণের সমস্যা। আমার দু হাজার আঠারো পৃষ্ঠার সর্বশেষ (৩১৪ নং) উপন্যাসের নাম 'ঘুমে জাগরণে'। এই উপন্যাসের আট পৃষ্ঠার টাইটেল পেজ বাদ দিয়ে সবটাই ঘুমনোর ঠিক আগে, ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে, ঘুম পাওয়ার জন্য, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় জাগার ভান করে পড়তে হবে।

দি টেলিপ্যাথি নামের ইংরেজি দৈনিকে সম্পাদকের সই করা যে বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হল তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

মোহমুক্তি তথা ঐতিহ্যের সন্ধান

বিজাতীয় সভ্যতা, বিজাতীয় আচার-আচরণ, বিজাতীয় চিন্তার দুঃখজনক মোহে আমরা আমাদের জাতীয় ধ্যান-ধারণা, জাতীয় জীবনচর্যা, জাতীয় দর্শন, জাতীয় শিল্প-সাহিত্য বিস্মৃত হতে বসেছি। আত্মপরিচয়ের এই সংকটের মুহূর্তে মন্ত্রীমহোদয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে দেশবাসীর আরাধ্য হওয়া উচিত জাতীয় ঐতিহ্য, জাতীয়

ভাবধারা। দুর্বোধ্য মূল গ্রন্থ পড়ারঅযথা প্রয়াস না করে শ্বেতদ্বীপে ছাপা উটপাখি সংস্করণের কামশাস্ত্র, শৃংগার-তিলক, বেদান্তদর্শন ইত্যাদি আমাদের দেশীয় শাস্ত্রগ্রন্থের সহজবোধ্য সচিত্র ইংরেজি তর্জমা পড়লেই বোঝা যাবে যে মন্ত্রীমহোদয়ের বাণী এই সকল গ্রন্থের সারমর্ম। এই বাণী বিজাতীয় অনুকরণে বিপথগামী যুবসমাজকে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করবে। প্রসঙ্গতঃ আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, দুর্বল দেশীয় ভাষাগুলির পরিবর্তে মহান ইংরেজিভাষার মাধ্যমেই জাতীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। বর্তমানে ইংরেজিভাষার প্রতি মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা তরুণদের অমনোযোগই জাতীয় সংকটের প্রধান কারণ। জাতীয়তার পূর্ণ প্রতীক মন্ত্রীমহোদয় এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করলে দেশের মঙ্গল অবধারিত।

অবশেষে বেশ কিছু নামীদামী লোক মিলে মন্ত্রীর বাণী প্রচারের জন্য এক সমিতি গড়লেন। দেশের প্রতিটি লোকের ওপর একটা চাঁদা ধার্য করা হল। বড়লোকরা স্বেচ্ছায় আর গরীবরা বাধ্য হয়ে চাঁদা দিল। সমিতি দেশের গ্রামে গঞ্জে, সহরে মফস্বলে পাশাপাশি দুটি করে মূর্তি বসালেন। একটিতে মন্ত্রীমশায় হাসিমুখে চোখ খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—তিনি জাগ্রত, অন্যটিতে চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন—তিনি ঘুমন্ত। মূর্তি দুটির অবিকল ছবি সর্বত্র বিলিয়ে দেওয়া হল। স্কুলে, কলেজে, দোকানে, আড়তে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, আপিসে, আদালতে, মন্দিরে, মসজিদে, গির্জেয়, লোকের বাড়িতে, বৈঠকখানায়, শোয়ার ঘরে, পড়ার ঘরে, রান্নাঘরে ছবি দুটি ভক্তিভরে টাঙিয়ে রাখা হল।

মন্ত্রীর বাণী বুঝে নিতে, সারাক্ষণ তা স্মরণ করতে দেশের লোকের আর কোন অসুবিধে রইল না।

গ বাবুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

পাঠক, তুমি তো ইংরিজি বইপত্তর পড়, এমনকি বাংলা বলতে গেলেও তোমার মুখ থেকে হরবকত ইংরিজি বুলি বেরিয়ে আসে, তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা কাগজও তোমার রয়েছে। তবু তোমার মনটা অমন সংকীর্ণ কেন? তোমার ভাবনা-চিন্তে সত্যি কেমন যেন সেকেলে। আসলে কি জানো, তুমি তোমার নিম্নমধ্যবিত্ত চিন্তার গণ্ডি ছেড়ে এখনো বেরিয়ে আসতে পারো নি। তা নইলে বিশিষ্ট সমাজসেবী, যুবনেতা গ বাবুর নামটা ওপরে দেখেই তুমি অমন ভুরু কোঁচকাবে কেন? ধরো সেলামি আর তিনগুণ ভাড়ার ধান্ধায় বাড়িওয়ালা মাস্তান লাগিয়ে তোমাকে ফোটাতে চাইছে, ধরো পাড়ার লপেটামার্কা দু-দুটো ছোঁড়া তোমার বড়মেয়েকে প্রেমপত্তর পাঠাচ্ছে, ধরো তোমার বড় ছেলের চাকরিবাকরি কিছুতেই কিছু জুটছে না, ধরো তোমার মেজো মেয়ে কলেজে চান্স পাচ্ছে না, ধরো তোমার মরোমরো বৌটাকে এত চেষ্টা করেও হাসপাতালে ভর্তি করতে পারছ না। এখন ধরো বিস্তর ছোটাছুটি করে তুমি একদিন গ বাবুর সঙ্গে দেখা করলে, ধরো নিজের অবস্থাটা তুমি গ বাবুকে বুঝিয়ে বললে, ধরো তুমি হাত কচলে জানালে এ অবস্থায় আপনি না বাঁচালে আমার তো আর কোন গতি নেই। ধরা যাক, সব শুনে গ-বাবু বললেন, আচ্ছা, আপনি বাড়ি যান, আমি দেখবোখন। এরপর তুমি নিশ্চিন্ত, বলা যায় তোমার সব সমস্যা উবে গেল।

পাঠক, স্কুল-কলেজে দেশপ্রেম নিয়ে বড় বড় রচনা তুমি লিখেছো, কিন্তু তোমার মধ্যে দেশের প্রতি কোনরকম ভালোবাসা আছে বলে তো বোধ হয় না। তা নইলে, দেশোদ্ধার সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি গ বাবুর কথায় কি করে তুমি এখনো উশখুশ করছ? ইংরিজি কাগজ তো একটা কেনো। সেখানে কি পড়োনি সহরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণের একটা হল, দেশোদ্ধার সংঘের সার্বজনীন ভারতমাতার আরাধনা—হপ্তাখানেক ধরে পুজো আর দিনদশেক ফাংশান—বোম্বের তাবড় তাবড় ফিল্মস্টারদের ডিস্কো গান আর ঝিং চ্যাক্ চ্যাক্ বাজনা। শুধু ভলাণ্টিয়ারদের জন্যই বরাদ্দ হল হাজার বোতল দিশি আর পাঁচশ বোতল বিলিতি মাল। শোননি গতবারে চার মাইল লম্বা ভাসানের মিছিল যখন চৌরঙ্গি পার হচ্ছিল তখন মিছিলের পেছনে পড়ে হাসপাতালের পথে ট্যাক্সিতে তিন-তিনজন পোয়াতী মেয়ে-মানুষের পেট খালাস হয়ে গেল আর মিছিলে পটকার অভাবে পেটো ফাটানোর আওয়াজে হৃদ্‌রোগী দু-দুটো বুড়ো টেসে গেল।

বিড়বিড় করে বকছটা কি ? গ বাবুর পুরনো ইতিহাস ? সেসব কথা তো সবাই জানে। আরে বাবা, লোকটাতো বড় হয়েছে, গুছিয়ে নিয়েছে, আর সবই নিজের চেষ্টায়—শাস্ত্রে যাকে বলে পুরুষকার। ফোতো রকবাজ থেকে রঙবাজ, রঙবাজ থেকে মাস্তান, মাস্তান থেকে শের, শের থেকে পার্টির কর্মী—সদস্য—নেতা—ভেবে দেখো চাট্টিখানি কথা নয়। বলা যায় লোকটা নিজেকে গড়ে পিটে মানুষ করেছে। লোকে আড়ালে আবডালে সাত-পাঁচ বলে। আরে সে তো বলবেই, লোকে কি না বলে ; তবে বলতে হয়তো পাঁচজনের সামনে বলুক, দেখবো কার কতটা বুকের পাটা। পাঠক, তোমার মাথায় তো বিদ্যে-বুদ্ধি আছে। তুমি বলতো দোষটা কার ? গ বাবু দেশের কাজ করবেন বলেই ভাবছিলেন। যেই ভাবা অমনি ঘ(অ), ঘ(আ), ঙ(ঋ), চ(প), চ(ঋ), জ(৯), ঝ(ঔ) ইত্যাদি সবগুলো বড় বড় দল তাঁকে নিয়ে টানাটানি সুরু করে দিল। অনুরোধের চাপে গ বাবু এদল ওদল করে ঘুরতে লাগলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা ছিল জনগণের সেবা। শেষ অব্দি তিনি ড(ঢ) পার্টিতে স্থায়ী হলেন, কেননা অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মাথায় ঢুকলো, যেদল ক্ষমতায় আছে তার মধ্যে থেকেই কিছু করা যায়।

পাঠক, লোকের গুণের কদরও কি তুমি করতে শেখো নি ? তুমি কি ভুলে যাচ্ছো যে পেটো তৈরি আর পেটো চার্জ, দু-দুটোতেই গ-বাবুর রেকর্ড এখনো কেউ ভাঙতে পারে নি। তাছাড়া পাইপগান, চেম্বার, গজ, ব্লেড কি সোর্ড চালানোয় গোটা সহরে গ বাবুর পরে নাম করা যেত দুজনের—এক ঠ্যাঁটা বংকু, আরে গ্যাঁড়া বাঙাল ; ওদের একজন পেটোতেই মায়ের ভোগে গেল, অন্যজন নিতান্ত গুণ্ডাই থেকে গেছে। পরে অবশ্য গ বাবু স্টেন আর পেট্রোল-বোমা ছাড়া আর কিছু ছুঁতেন না। আর সব কিছুতে সিদ্ধহস্ত বলতে সহরে একজনকেই বোঝাত—তিনি হলেন গ ওরফে কাটা গাবু ওরফে ঢ্যাঙা বাবিলন। তাঁর এসব নাম পুলিশের খাতায় লেখা ছিল—এখন খাতার সেসব পৃষ্ঠা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাঠক, বুঝতে পারছো, গ বাবুকে পুলিশও এককালে হয়রানির চূড়ান্ত করেছে। তবে ওঁকে ফাটকে রাখবে সাধ্য কার ! বড় বড় নেতারা ওঁর কদর বুঝত। ওঁকে ধরতে না ধরতেই পুলিশের বড় কর্তা মেজো কর্তারা মন্ত্রী আর নেতাদের কাছ থেকে ঘনঘন টেলিফোন পেত। আর ধরবি ? ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। গ বাবুকে সুড়সুড় করে ছেড়ে দিয়ে চাকরি বাঁচাও !

এখন অবশ্য অবস্থাটা পুরো উল্টে গেছে। ধরো, কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে পুলিশ তোমাকেই ধরে নিয়ে ফাটকে পুরলো। এখন

গ বাবু যদি তোমাকে চেনেন তাহলে তাঁর একটা ফোনেই কাজ হবে—ঘণ্টাখানেকের আগেই তুমি বেরিয়ে আসবে। আজকাল থানার বড়-বাবু তাঁকে গ বাবু বলে ডাকেন। মেজোবাবু বলেন গ-দা, ছোট-বাবু আর অন্যেরা স্যার বলে ভজাতে চায়। এমনিতে সবাই গ বাবু বলেই তাঁকে চেনে, তবে ছোকরাদের মধ্যে যে দু-চারজন গ-দা বলে লোকজন তাদের যথেষ্ট সমীহ করে।

পাঠক, যতই ইংরিজি বকোনা কেন চিরকালের কানপাতলা বাঙালী স্বভাবটা তোমার আর গেলনা। লোকে কি বলল তা নিয়ে অত মাথা ঘামাও কেন? লোকে তো কত কথাই বলে। যেমন ধরো লোকে বলে, গ বাবু যখন অ্যাকশনে ছিলেন তখন নাকি তিনি কম করে ১৫০টা লাশ নামিয়েছেন আর তার ডবল লোককে মারাত্মকভাবে জখম করেছেন। ধরো যদি কথাটা সত্যি হয়, তাহলেই বা কি প্রমাণ হয়? কিছুই না, পার্টির প্রয়োজনে অনেক দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়েছে—তাঁর ওপরে ছিল বাঘা বাঘা নেতারা, তিনিতো নিমিত্তমাত্র।

আসলে কি জানো, জনগণের সেবা করতে গেলেই বদনাম কিনতে হয়। কোন মিঞাই এর হাত থেকে রেহাই পেতে পারেনা। তবে গ বাবু কখনো দমে যাননি। গত দশ-বারো বছর ধরে তিনি যেভাবে পারেন দেশের সেবা করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তাঁর বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি আর রেশনের দোকানের লাইসেন্স ইত্যাদি হয়ে গেছে। বেনামে একটা ছোটখাটো কারখানাও চলছে। কি বললে, কয়েকটা চোলাইয়ের কারবার? হ্যাঁ, তাতে হয়েছেটা কি? লোকে চোলাই খায় বলেইতো ওটা তৈরি হয়। আর ব্যবসা করতে গেলে ওসব ছুঁচিবায়ু থাকলে চলে না।

পাঠক, ওসব সেকেলে ভালমন্দের কচলানি নিয়ে সমাজে গ বাবুর মত লোকের মূল্য বোঝা তোমার সাধ্যের বাইরে। অবশ্য তাতে কি ছু এসে যায় না, তোমার মতো দুচারজন হরিদাস পাল কি ভাবল তা নিয়ে কার মাথাব্যথা। তবে কিনা কয়েকদিন হলো গ বাবু একটু চিন্তায় পড়েছেন। ভোট আসছে। পার্টি থেকে তাঁকে দাঁড়াতে বলা হচ্ছে। তিনি ভাবছেন, তিনি নিজে দাঁড়াবেন না সাকরেদদের কাউকে দাঁড় করিয়ে পেছন থেকে সুতো টানবেন আর জনগণের সেবা চালিয়ে যাবেন। অবশ্য ভোটে দাঁড়ালে জেতা কি মন্ত্রী হওয়াটা তাঁর পক্ষে কোন সমস্যা নয়।

পাঠক, তুমি আর তোমার মত কিছু অপোগণ্ড যাই ভাবো না কেন দেশ সেবার কর্মযজ্ঞে গ বাবুর এগিয়ে যাওয়াকে তোমরা কিছুতেই রুখতে পারবে না। গ বাবুর দেশের কাজ চলছে চলবে।

তিনি / তারা

তিনি তিনি গাড়ি থেকে নামলেন
তারা অপেক্ষা করছিল তারা
ভিড়ের মধ্যে রাস্তা হয়ে গেল ভিড়
তিনি সোজা এগিয়ে গেলেন কারো দিকে তাকালেন না সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠলেন
তিনি তিনি এবার বলবেন
তারা তাঁর দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল তারা
তিনি তিনি সাকরেদদের দিকে তাকালেন
তাঁর গলাটা একটু চিড়্‌চিড়্‌ করছে
স্যার সকালে আঙুরের রসটা খেতে আপনি ভুলে গেলেন তাই
তিনি তিনি আবার তাকালেন
তারা তাঁর দিকে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে তারা
তিনি তিনি সাকরেদদের দিকে তাকালেন
তখনো তাঁর পাদুটো একটু শির্‌শির্‌ করছে
স্যার লিফট্‌ আসতে দেরি করছিল আপনি দোতলা থেকে হেঁটে নামলেন
স্যার ভুলে আপনি দিশি গাড়িটাতে চড়লেন
তাঁকে এবার বলতে হবে
তারা শোনার জন্য অনেক আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে তারা
তিনি তিনি সঙ্গীদের দিকে তাকালেন
তাঁর মাথাটা একটু তির্‌তির্‌ করছে
দাদা আপনি বৌদির পুজোর ফুল না নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন
দাদা আপনি জ্যোতিষ-রত্নাকরের দেওয়া হীরের আংটিটা পরেন নি
তারা অপেক্ষা করছে তারা আশায় উদ্‌গ্রীব তারা তাকিয়ে আছে তারা
তিনি তিনি বলতে শুরু করলেন
বিপ্লব আসবে তোমাদের সব সমস্যা মিটে যাবে কোন সমস্যাই থাকবে না
তিনি তিনি বলে চললেন
বিপ্লব আসবেই তার আগে তোমাদের অনেক কিছু করার আছে তার পরেও
তিনি বলে চলেছেন
বিপ্লব আসছে তার আগে তোমাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তার পরেও
তিনি বলছেন

বিপ্লব এল বলে তার আগের সব দায়িত্ব আমি নিজের ঘাড়ে নিয়েছি আমি
তিনি বলে যাচ্ছেন
বিপ্লব আসি আসি করছে তার পরে কিভাবে দেশ চালাতে হবে তার দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার জন্য ছেলেকে আমি বিলেত পাঠিয়েছি আমি
বিপ্লব হয়ে গেলেই সে এসে পড়বে বিপ্লব
তিনি তিনি একটু থামলেন
স্যার আমাদের জন্য আপনি এত করছেন
স্যার আমাদের আর কোন চিন্তা নেই
তিনি তিনি আবার বলতে সুরু করলেন
তিনি বললেন আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিপ্লবের আওয়াজ তোল

বিপ্লব আসবে	আহা আহা বিপ্লব
বিপ্লব আসবেই	অহো অহো বিপ্লব
বিপ্লব আসছে	উহু উহু বিপ্লব
বিপ্লব এল বলে	আহা অহো বিপ্লব
বিপ্লব আসি আসি করছে	অহো উহু বিপ্লব
বিপ্লব এসে গেল	বাহা বিপ্লব বাহা বিপ্লব বাহা বিপ্লব

তোমাদের বলছি

হ্যাঁ
তোমাদেরই বলছি
তোমরা যারা মন্ত্রী নেতা অভিনেতা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উকিল বিচারক অধ্যাপক শিক্ষক
তোমরা যারা বড়সাহেব মেজোসাহেব বড়বাবু কেরানি
তোমরা যারা লেখক প্রকাশক সম্পাদক
তোমরা যারা ব্যবসায়ী দোকানদার দালাল কর্মচারী
তোমরা যারা ভণ্ড ধূর্ত প্রবঞ্চক
তোমরা যারা ধর্মের ধ্বজাধারী
তোমরা যারা চিরকাল মুখোশ পরে আছো
তোমরা যারা বহুরূপী সারাক্ষণ রঙ পাল্টাচ্ছো
তোমরা যারা ধড়িবাজ ধান্ধাবাজ ফন্দিবাজ ফিকিরবাজ ফেরেব্বাজ
তোমরা যারা ছেলের নামে বাড়ি কর বউয়ের নামে গাড়ি কেনো মেয়ের নামে ব্যাংকে লকার রাখো
তোমরা যারা রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোন কাগজে মন্ত্রীদের বক্তৃতা পড় টিভিতে টেস্ট ম্যাচ দেখো
তোমরা যারা কালো টাকায় ফ্ল্যাট কেনো চুরির টাকায় মন্দির-মসজিদ বানাও ঘুষের টাকায় কাশ্মীর বেড়িয়ে আসো
তোমরা যারা দুর্গাপূজার সভাপতি কালীপূজার সম্পাদক ফুটবল ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক ক্রিকেট ক্লাবের চাঁই
তোমরা যারা সত্যজিতের ফিল্ম দেখে অহো অহো কর হাবিব তানবিরের নাটকে গিয়ে আহা আহা কর যামিনী কৃষ্ণমূর্তির নাচের টিকিট কেটে উহু উহু কর রাত জেগে বিলায়েৎ-এর সেতার শুনে ক্যা বাৎ ক্যা বাৎ বলে ঘাড় দোলাও
তোমরা যারা দিশি বিদিশি ডিগ্রিধারী
তোমরা যারা ছেলের বিয়েতে পাঁচশ লোক খাওয়াও মেয়ের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ কর নাতির মুখেভাতে রৌশনচৌকি আনো
তোমরা যারা ওপরওয়ালার পা চাটো নিচের লোককে পিষে মারতে চাও
তোমরা যারা কালীভক্ত মার্কসবাদী
তোমরা যারা বোমাবাজ গান্ধীবাদী
তোমরা যারা ভোট দাও ঘুষ দাও তেল দাও বক্তৃতা দাও ভেজাল দাও
তোমরা যারা কালীঘাটে পুজো দিতে যাও অনাথ আশ্রমে চাঁদা দিয়ে আসো
তোমরা যারা লাথি খাও তেল খাও ঘুষ খাও বড় হোটেলে লাঞ্চ খাও

ডিনার খাও
তোমরা যারা ভেড়ার পালের মত দল বেঁধে ছোট
তোমরা যারা সমাজসেবী বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদী বিপ্লবের ভেকধারী
তোমরা যারা সারাক্ষণ বুকনি কপচাও শেখানো বুলি আউড়াও
তোমরা যারা আন্দোলন কর পার্টি কর মিটিং কর মিছিল কর
ফুর্তি কর কালোবাজারি কর সাহিত্য কর নেশা কর ধর্ম কর

তোমরা যারা জোঁকের মত অন্যের রক্ত শুষে বেঁচে আছো
তোমরা যারা মোষের মত কাদায় শুয়ে আয়াস করছো
তোমরা যারা ক্রিমির মত গুয়ের স্বাদে আত্মহারা

আমি তোমাদের চিনি
আমি তোমাদের ঘৃণা করি

ভাবতে খারাপ লাগে
তোমাদের তাবৎ বদ্‌মাইসি ভণ্ডামি ধূর্তামি শঠতা কপটতা
চিরকাল আমাকে সহ্য করে যেতে হবে
তোমাদের কিছুই করতে পারব না জেনে আমি হাত কামড়াই

পুষ্কর দাশগুপ্তের অন্যান্য বই :

এখানে আমি (১৯৬৭)

শব্দ শব্দ (১৯৭১)

বিশ শতকের ফরাসি কবিতা (সম্পাদনা, ১৯৮১)

ভলতের : জাদিগ্ ও অন্যান্য উপাখ্যান

(ভূমিকা, অনুবাদ ও টীকা : ১৯৮৫)

এক অমানবিক পরিবেশে—নীচতা, ভণ্ডামি, শঠতা ও প্রবঞ্চনার মধ্যে জীবনযাপনের গ্লানি আমাকে ক্রুদ্ধ করে। হয়ত এ অবস্থাকে মেনে নেওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমি তা পারিনা। এটা হয়ত আমারই দোষ। হতে পারে, কিন্তু আমি ক্রুদ্ধ হই। বর্তমান রচনাগুলিতে আমি এই ক্রোধের ভাষা খুঁজেছি। এই রচনাগুলি তাই একাধারে এক গ্লানিময় পরিবেশে আমার জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা ও ভাষা-সম্পর্কিত অনুসন্ধান।

এই রচনাগুলিকে আমি কবিতা বা অন্য কোন নামে অভিহিত করতে চাই না। যে নিরপেক্ষ নামকরণটি আমি ব্যবহার করেছি তা হল পাঠ্যবস্তু, অর্থাৎ পাঠের যোগ্য বা পাঠের জন্য ভাষার দ্বারা নির্মিত বস্তু।

সংকলিত রচনাগুলির মধ্যে 'কলিকাতা সমাচার' ১৯৭৫ সালে রচিত। বাকিগুলির রচনাকাল ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫। কিছু কিছু রচনা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কোন রচনাই চূড়ান্তভাবে লেখা হয় না, তাই প্রকাশিত রচনা-গুলিরও কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।